পরিমার্জিত ডিপিএড
প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি)

মডিউল ১: বিদ্যালয় উন্নয়নে পেশাদারিত্ব, জবাবদিহিতা ও অঙ্গীকার

উপমডিউল ১

শিক্ষকতায় পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকার

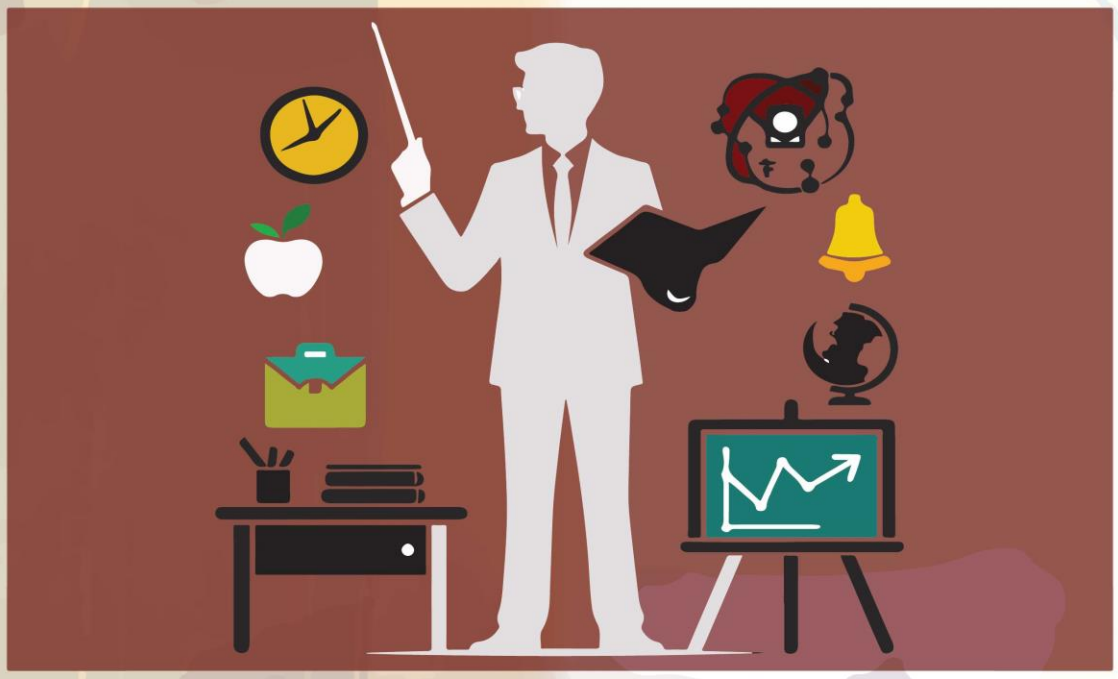

তথ্যপুস্তক

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

লেখক

ড. উত্তম কুমার দাশ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
ড. দিলরুবা সুলতানা, সিনিয়র ফ্যাকাল্টি মেম্বার, ব্র্যাক আইইডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
লিটন দাস, শিক্ষা অফিসার (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
রেজিনা আকতার, শিক্ষা অফিসার (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
তুষার কান্তি বিশ্বাস, শিক্ষা অফিসার (শিক্ষাক্রম ও গবেষণা), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মো. দেলোয়ার হোসেন, শিক্ষা অফিসার (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মো. দুলাল মিয়া, শিক্ষা অফিসার (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মো. শরীফ উল ইসলাম, শিক্ষা অফিসার (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
নিশাত জাহান জ্যোতি, শিক্ষা অফিসার (শিক্ষাক্রম ও গবেষণা), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

লেখক (পরিমার্জিত সংস্করণ)

মোঃ মুশফিকুর রহমান, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই টাঙ্গাইল

পরিমার্জনে সহযোগিতা

ড. মো: রবিউল ইসলাম, সুপারিনটেনডেন্ট, শরীয়তপুর পিটিআই
মোঃ নূরুল হুদা চৌধুরী, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), মুন্সীগঞ্জ পিটিআই
মোহাম্মদ আবদুস সাইদ ভূঁইয়া, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ

প্রধান সমন্বয়ক

ফরিদ আহ্মদ
মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

সমন্বয়ক

মাহবুবুর রহমান
সহকারী বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মোঃ ইমামুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
জিয়া আহমেদ সুমন, পরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
ড. মোহাম্মদ রুহুল আমীন, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, ময়মনসিংহ
মোঃ আব্দুল আলীম, উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ বিভাগ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মোঃ জহুরুল হক, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
সাদিয়া উম্মুল বানিন, উপপরিচালক (প্রশাসন), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
এ কে এম মনিরুল হাসান, উপপরিচালক (মূল্যায়ন), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

প্রচ্ছদ

সমর এবং রায়হানা

প্রকাশক ও প্রকাশকাল

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
জানুয়ারি, ২০২৫

মুখবন্ধ

বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। পরিবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার আলোকে শিক্ষার্থীকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মডেল সব সময় পরিবর্তনের ও পরিমার্জনের দাবি রাখে। শিক্ষকের প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং প্রশিক্ষণকে অর্থবহ করতে আমাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সবসময় সমন্বয় করা হয়।

শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন বা কার্যকর শিখনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছেন শিক্ষক। তবে শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হয় না। আবার প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষকের মান ইত্যাদির ন্যূনতার কারণেও শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ব্যাহত হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে একজন শিক্ষকের বিষয়বস্তু ও কার্যকর শিখন-শেখানো কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা জরুরি।

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রবর্তিত ডিপিএড (ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারিএডুকেশন) কোর্স এযাবতকাল মানসম্মত শিক্ষক বিনির্মাণে ভূমিকা রেখেছে। পরবর্তীতে ডিপিএড ইফেক্টিভনেস স্টাডি-এর মাধ্যমে ও সময়ের পরিক্রমার সাথে ডিপিএড কোর্সের সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে ডিপিএড কোর্স পরিমার্জন করে ১০ মাসব্যাপী পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ-বিটিপিটি) কোর্সটি চালু করা হয়। পরবর্তীতে বিটিপিটি ইফেক্টিভনেস স্ট্যাডি, মনিটরিং রিপোর্ট ও স্টেক হোল্ডারদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিটিপিটি কোর্সের পিটিআই অধিবেশনভিত্তিক ও অনুশীলনভিত্তিক (৭ মাস ও ৩ মাস) সময়কালে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। পরিবর্তিত সময়সূচির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে চলমান বিটিপিটি কোর্সে এই পরিমার্জন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের যেকোনো কোর্স পরিচালনার মূল লক্ষ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রীর সফল বাস্তবায়ন। ইতোমধ্যে শিক্ষাক্রমে যেমন ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে তেমনি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জনের কাজও চলমান।

বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষকগণের পেশাগত জ্ঞান ও প্রায়োগিক দক্ষতার মধ্যে কার্যকর নেতৃত্বের বিকাশ এবং শিক্ষকতা পেশায় সফলতা অর্জনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জরুরি। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগতজ্ঞান ও উপলব্ধি, পেশাগত অনুশীলন ও মূল্যবোধের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে দক্ষ, সৃজনশীল, সহযোগিতামূলক মনোভাবাপন্ন, অভিযোজনক্ষম এবং প্রতিফলনমূলক অনুশীলন ও জীবনব্যাপী শিখনে আগ্রহী শিক্ষক তৈরি হবেন বলে আশা করা যায়।

এ প্রশিক্ষণ মডিউল ও উপমডিউল প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিমার্জনে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। মডিউল ও উপমডিউল সম্পাদনা ও পরিমার্জনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে ধন্যবাদ জানাই।

পিটিআইতে শিক্ষক-প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত বিভিন্ন মডিউলের আওতায় উপমডিউলসমূহ নতুনভাবে প্রাণসঞ্চার করবে বলে আমি আশা করি।

(আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা)
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রবর্তিত ডিপিএড (ডিপ্লোমা-ইন-প্রাইমারি এডুকেশন) কোর্স এযাবতকাল মানসম্মত শিক্ষক বিনির্মাণে ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমা ও যুগের চাহিদার সাথে যুৎসই পরিবর্তনের প্রত্যাশা নিয়ে ডিপিএড ইফেক্টিভনেস স্টাডি (DPEd Effectiveness Study) ও অন্যান্য গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে কোর্সটি পরিমার্জন করে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বেসিক ট্রেনিং ফর প্রাইমারি টিচারস-বিটিপিটি) কোর্স চালু করা হয়। শিক্ষক প্রশিক্ষণের যেকোনো কোর্স পরিচালনার মূল লক্ষ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এর সফল বাস্তবায়ন ও সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রীর যথাযথ ব্যবহার। ইতোমধ্যে শিক্ষাক্রমে যেমন ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে তেমনি শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্তকেরও পরিমার্জনের কাজ চলমান। তাই সময়ের প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় সংস্কার ও যুগোপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে পিটিআই পর্যায়ে ১০ মাসব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) কোর্সটি পরিমার্জন সময়ের দাবী হয়ে ওঠে। পরিমার্জিত প্রশিক্ষণটিতে প্রশিক্ষণার্থীগণ ০৭ মাস পিটিআইতে সরাসরি প্রশিক্ষণ এবং ০৩ মাস প্রশিক্ষণ/পরীক্ষণ/অনুশীলন বিদ্যালয়ে তাত্ত্বিক পেশাগত জ্ঞানের অনুশীলন করার সুযোগ পাচ্ছে।

এতে করে শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীগণ পিটিআইতে তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি অনুশীলন করবে। অনুশীলন বিদ্যালয়ে পেশাগত জ্ঞানের অনুশীলন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন করবে। এতে করে শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রাপ্ত জ্ঞান নিজ বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করে মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন বা কার্যকর শিখনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছেন শিক্ষক। তবে শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে শিক্ষার্থীর উন্নয়ন পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন হয় না। আবার প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষকের মান ইত্যাদির দুর্বলতার কারণেও শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটে না। এ কারণে একজন শিক্ষকের বিষয়বস্তু, বিষয়গত জ্ঞান, কার্যকর শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি।

১০ মাসব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণের (বিটিপিটি) আওতায় এ ম্যানুয়ালগুলোতে বর্ণিত অধিবেশনসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য শিক্ষকগণকে সরকারি চাকরির বিধি-বিধান পরিচালন ও শ্রেণি পাঠদানে তাঁর অবদান রাখতে সহায়তা করবে। অংশীজনের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে এই মডিউলসমূহের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর আলোকে জাতীয় পর্যায়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বিষয়বস্তুর পরিমার্জন ও ক্ষেত্রবিশেষে উন্নয়ন করা হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ব্যবহারকারী ও বিশেষজ্ঞগণের মতামত নিয়ে চূড়ান্ত করা হয়েছে।

মেধা ও নিরলস শ্রম দিয়ে এ মডিউল ও উপমডিউলসমূহ প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিমার্জনে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের প্রতি আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(আবু নূর মোঃ শামসুজ্জামান)

মহাপরিচালক

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

অবতরণিকা

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের দীর্ঘমেয়াদি সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন (সিইনএড) এবং পরবর্তীতে ২০১২ সাল থেকে চালু হওয়া ডিপ্লোমা- ইন-প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণ ডিজাইন, প্রশিক্ষণ সামগ্রী উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। সর্বশেষ ২০২৩ সালের জুলাই মাস থেকে আরম্ভ হওয়া পরিমার্জিত ডিপিএড (প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ-বিটিপিটি) বাস্তবায়নে কাজ করছে।

বিটিপিটি প্রশিক্ষণটি প্রচলিত সিইনএড ও ডিপিএড কোর্স থেকে ধ্যানধারণাগত দিক থেকে এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ নতুন। কোর্সটিকে যুগের চাহিদার সাথে সমন্বয় করা এবং মানসম্মত করার লক্ষ্যে কোর্স সামগ্রী ও নির্দেশিকা সামগ্রীগুলোতে পরিমার্জন প্রয়োজন হয়। সে অনুসারে ২০২১ সাল থেকে এই প্রশিক্ষণটির কারিকুলাম প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ ডিজাইন, প্রশিক্ষণ সামগ্রী উন্নয়নের কাজ আরম্ভ হয়। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে পাইলটিংভিত্তিতে নির্ধারিত ১৫টি পিটিআইতে বিটিপিটি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়। পাইলটিং কার্যক্রম পরিচালনার সময় জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। পাইলটিংয়ের ফলাফল এবং মনিটরিং প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বিটিপিটি প্রশিক্ষণের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকগুলো পরিমার্জন করা হয়। পরবর্তীতে বিটিপিটি ইফেক্টিভনেস স্টাডি ও স্টেক হোল্ডারদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিটিপিটি কোর্সের পিটিআই-ভিত্তিক অধিবেশন ও অনুশীলন সময়কাল ১০ মাস (৭ মাস ও ৩ মাস) নির্ধারণ করা এবং মূল্যায়ন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পরিমার্জন করা হয়।

এই মডিউলগুলো নতুন চাহিদাভিত্তিক পরিমার্জিত সংস্করণ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও আগ্রহ জেনে শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষকদের কাজ করার দক্ষতা বৃদ্ধিতে এই মডিউল এবং তথ্যপুস্তকসমূহ সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির তত্ত্বাবধানে এই পরিমার্জন কাজে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারসহ প্রাথমিক শিক্ষার মাঠপর্যায়ের প্যাডাগোজি ও এন্ড্রাগোজি বিশেষজ্ঞগণ কাজ করেছেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই ম্যানুয়াল এবং তথ্যপুস্তকসমূহ মানসম্মত ম্যানুয়াল এবং তথ্যপুস্তকে পরিণত হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য আমি তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালকবৃন্দ, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকসমূহ উন্নয়ন ও পরিমার্জনে বিভিন্নভাবে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করায় তাঁদেরকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই। অনুরূপভাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়, অতিরিক্ত সচিববৃন্দ, যুগ্মসচিববৃন্দ এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও প্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ও সুচিন্তিত মতামত এই ম্যানুয়াল এবং তথ্যপুস্তকসমূহ কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। সেজন্য আমি তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এয়াড়া, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, মেধা ও মননের ব্যবহার এবং নিরলস পরিশ্রমের ফলে তথ্যপুস্তক ও ম্যানুয়ালসমূহ এত অল্প সময়ে সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

পরিশেষে আমি মনে করি এই পরিমার্জিত ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকসমূহ পিটিআই ইন্সট্রাক্টর ও প্রশিক্ষণার্থীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য সহায়ক হবে। একইসঙ্গে এর যথাযথ ব্যবহার প্রাথমিক শিক্ষার সামগ্রিক মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

(ফরিদ আহ্মদ)
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ

ম্যানুয়াল পরিচিতি

'বিদ্যালয় উন্নয়নে শিক্ষকের পেশাদারিত্ব, জবাবদিহিতা ও অঙ্গীকার' মডিউলের আওতায় 'শিক্ষকতায় পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকার' উপমডিউলটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই উপমডিউলে সরকারি শিক্ষকগণকে পেশা ও পেশার মান, পেশার দায়িত্ব ও কর্তব্য, পেশাগত দক্ষতা, পেশাগত মূল্যবোধ ও সম্পর্ক স্থাপন এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, শিষ্টাচার ও নৈতিকতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা প্রদানের মাধ্যমে পেশাগত বাধ্যবাধকতার বিষয়ে জ্ঞান-অর্জনসহ হাতে-কলমে (Hands on) চর্চার মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা হবে। অংশীজনের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে শিক্ষকতায় পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকার প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর বিপরীতে মোট ১০টি অধিবেশন রাখা হয়েছে এবং প্রতিটি অধিবেশন পরিচালনার জন্য ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট সময় বিভাজন করা হয়েছে। উপমডিউলের প্রথমদিকে একটি ম্যাট্রিক্সের মাধ্যমে অধিবেশনের শিরোনাম, শিখনফল, কাজ, পদ্ধতি-কৌশল ও ব্যবহৃত উপকরণের তালিকা তুলে ধরা হয়েছে।

'শিক্ষকতায় পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকার' প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হাতেকলমে (Hands on) শিক্ষকের পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকার সম্পর্কিত বিষয়াদি অবহিত হওয়া ও চর্চার মাধ্যমে পেশাগত জবাবদিহিতা উন্নয়নে কার্যকর কৌশলে অভ্যস্ত হতে সহায়তা করার লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ধারণার পরিবর্তে এক্টিভিটি-বেজড প্রায়োগিক উদাহরণের অবতারণা করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অধিকতর ফলপ্রসূ ও অংশগ্রহণমূলক করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যবহৃত পদ্ধতি ও কৌশলসমূহের মধ্যে কেস পর্যালোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর, জোড়ায় কাজ, দলগত কাজ, প্রদর্শন ও আলোচনা, মাইন্ড ম্যাপিং, ব্রেইন-স্টর্মিং, তথ্যপত্র উপস্থাপন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

লক্ষ্য:

বিদ্যালয় উন্নয়নে পেশাদারিত্ব, অঙ্গীকার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক কর্তৃক তাদের পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকার বিষয়সমূহ আত্মস্থ করাসহ তা প্রতিপালন করা।

উদ্দেশ্য:

১. শিক্ষকমান ও পারদর্শিতার সূচকের আলোকে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা;
২. শিক্ষকের পেশাগত অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা আমলে রেখে পেশাগত মূল্যবোধ ও সম্পর্ক স্থাপনসহ পেশার প্রতি সহমর্মী হওয়া;
৩. শিক্ষকতা পেশায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়নের উপায় সম্পর্কে অবহিত হয়ে দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ কাজে লাগানো;
৪. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং শিষ্টাচার ও নৈতিকতার আলোকে চাকরিজীবন পরিচালন করা।

উপমডিউল: শিক্ষকতায় পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকার

অধিবেশন সূচি

অধিবেশন নম্বর	অধিবেশন শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১.	পেশা হিসেবে শিক্ষকতা	১
২.	শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৪
৩.	শিক্ষকমান ও পারদর্শিতার সূচক	৮
৪.	শিক্ষকের পেশাগত অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা	১৪
৫.	শিক্ষকতা পেশায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা	২১
৬.	পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের উপায় ও সুযোগ	২৫
৭.	শিক্ষকতা পেশায় সহমর্মিতা	৩২
৮.	শিক্ষকতায় পেশাগত মূল্যবোধ ও সম্পর্ক স্থাপন	৩৩
৯.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং শিষ্টাচার ও নৈতিকতা	৩৭
১০.	জরুরি পরিস্থিতিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম	৪২
	তথ্যসূত্র	৪৮

অধিবেশন ০১	পেশা হিসেবে শিক্ষকতা

শিখনফলঃ এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিক্ষকতা পেশার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিক্ষকতা পেশার মানদণ্ড ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

গ. শিক্ষকতা পেশার প্রতি আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশ করতে পারবেন।

অংশ-ক	পেশার ধারণা

'পেশা' মূলত একটি ফারসি শব্দ। অন্যদিকে পেশার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো (Profession)। যার আভিধানিক অর্থ জীবিকা বা জীবন ধারণের বিশেষ উপায় (Occupation)। তবে জীবিকা নির্বাহের সকল উপায় বা পন্থা পেশা নয়। যেমন– রিক্সাচালক ও ডাক্তারের কাজ উভয়ই জীবিকা নির্বাহের উপায় হলেও রিক্সচালকের কাজ বৃত্তি এবং ডাক্তারের কাজ পেশা হিসেবে বিবেচিত হবে। কেননা মানবজ্ঞানের কোনো একটি নির্দিষ্ট শাখার উচ্চমানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করে সে জ্ঞানকে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে তথা জীবন ধারণের উপায় হিসেবে প্রয়োগ করলে তা পেশা হিসেবে বিবেচিত হবে। সুতরাং পেশা বলতে বিশেষ কোনো বিষয়ে নির্দিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা, নৈপুণ্য, মূল্যবোধ, বিশেষ নীতি ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বৃত্তিকে বোঝায়, যা সাধারণত জনকল্যাণমুখী এবং পেশাগত সংগঠনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। যে কোনো পেশাকে পরিপূর্ণ পেশার মর্যাদা অর্জন করতে হলে সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জন করতে হয়।

পেশা ও বৃত্তির পার্থক্য

পেশা (profession) বলতে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, দক্ষতা, নৈপুণ্য ও সুশৃঙ্খল জ্ঞান সম্পন্ন বৃত্তিকে বোঝানো হয়। প্রতিটি পেশার পেশাগত নৈতিক মানদণ্ড ও মূল্যবোধ থাকে যেগুলো এক পেশাকে অন্য পেশা হতে স্বতন্ত্র পরিচয়ে পরিচিত করে। অন্যদিকে বৃত্তি (occupation) বলতে জীবন নির্বাহের সাধারণ উপায়কে নির্দেশ করে যার জন্য তাত্ত্বিক জ্ঞানের আবশ্যকতা নেই। সুতরাং পেশা ও বৃত্তির মধ্যে সম্পর্ক থাকলেও এদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। পেশার জন্য নিজস্ব সুসংগঠিত ও প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। পেশার সামাজিক উন্নয়ন ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক পেশারই পেশাগত সংগঠন রয়েছে। অন্যদিকে বৃত্তির ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞানার্জনের বাধ্যবাধকতা নেই। বৃত্তির জন্য পেশাগত সংগঠনের আবশ্যকতা নেই। পেশাগত নীতিমালা ও মূল্যবোধ দ্বারা প্রতিটি পেশা পরিচালিত হয়। এসব নীতিমালা ও মূল্যবোধ পেশাদার ব্যক্তিকে তার পেশাগত দায়িত্ব পালনে দায়িত্বশীল ও দায়বদ্ধ করে তোলে। কিন্তু বৃত্তির ক্ষেত্রে নৈতিক মানদণ্ড বা মূল্যবোধের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হলেও তা পরিবর্তনশীল এবং ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। পেশার ক্ষেত্রে জনকল্যাণমূখীতা ও জবাবদিহিতা আবশ্যক। তবে বৃত্তির ক্ষেত্রে জনকল্যাণ ও জবাবদিহিতা অনুপস্থিত থাকতে পারে। কেননা তা ব্যক্তি নির্ভর হয়ে থাকে। পেশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য সামাজিক স্বীকৃতি। সামাজিক স্বীকৃতি ব্যতীত কল্যাণকামী হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন বৃত্তি পেশার মর্যাদা নাও পেতে পারে। কোনো পেশাদার ব্যক্তি ইচ্ছা করলেই পেশা পরিবর্তন করতে পারে না। অন্যদিকে, বৃত্তি সহজে পরিবর্তন করা যায়। যেমন– একজন প্রকৌশলী ইচ্ছা করলেই চিকিৎসক হতে পারবেন না। কিন্তু একজন দিনমজুর ইচ্ছা করলে রিক্সাচালক হতে পারবেন। পেশার সঙ্গে দক্ষতা ও যোগ্যতার বিষয়টি জড়িত হলেও

বৃত্তির ক্ষেত্রে দক্ষতা ও যোগ্যতায় বিষয়টি ততটা মুখ্য বিষয় নয়। সুতরাং এটা প্রতীয়মান হয় যে, পেশা ও বৃত্তির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বলা যায় যে, 'প্রত্যেক পেশাই বৃত্তি, কিন্তু প্রত্যেক বৃত্তি পেশা নয়।

অংশ- খ	পেশার মানদণ্ড

কোনো বৃত্তি বা জীবিকা নির্বাহের উপায়কে পেশার মর্যাদা অর্জন করতে হলে তার মধ্যে কতগুলো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য। কোন বৃত্তি (occupation) পেশার (profession) মর্যাদা অর্জন করেছে কি না তা যেসব বৈশিষ্ট্যর আলোকে মূল্যায়ন করা হয় সেগুলোকে পেশার মানদণ্ড বলা হয়।

১. সুশৃঙ্খল জ্ঞান ও তাত্ত্বিক ভিত্তি: প্রত্যেকটি পেশারই সুশৃঙ্খল জ্ঞান ও তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকতে হয়। সে জ্ঞান হবে প্রচারযোগ্য ও প্রয়োগযোগ্য এবং যা অর্জিত, গঠিত ও বিকশিত হয়। পেশাগত সুশৃঙ্খল জ্ঞান ও তাত্ত্বিক ভিত্তি পেশাদার ব্যক্তিকে তার দায়িত্ব সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পালনে সক্ষম করে তোলে।

২. বিশেষ দক্ষতা ও নৈপুণ্য: পেশাদার ব্যক্তির জ্ঞান ও যোগ্যতাকে বাস্তবে প্রয়োগের জন্য বিশেষ দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জন আবশ্যক। পেশাদার ব্যক্তির শুধু জ্ঞান থাকলেই হবে না, জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার দক্ষতা ও নৈপুণ্যতা অর্জন করতে হবে। পেশাদার ব্যক্তির এরূপ দক্ষতা অর্জন ও অর্জিত জ্ঞানকে প্রয়োগ করার নৈপুণ্য একটি মানসম্মত শিক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আসে।

৩. পেশাগত দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা: পেশাগত জ্ঞানকে পেশার উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণের জন্য প্রয়োগ করা প্রত্যেক পেশাদার ব্যক্তির পেশাগত দায়িত্ব। পেশাগত দায়িত্বের সাথে পেশাগত জবাবদিহিতা বিষয়টিও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেকোন পেশার উন্নয়ন ও বিকাশ যথাযথ পেশাগত দায়িত্ব পালন ও জবাবদিহিতার সাথে সম্পৃক্ত।

৪. পেশাগত নীতিমালা ও মূল্যবোধ: পেশা নিজস্ব মূল্যবোধ ও নীতিমালা নির্ভর হয়ে থাকে। পেশাগত মূল্যবোধ ও নীতিমালা একটি পেশাকে অপর পেশা থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র সত্ত্বা প্রদান করে। এছাড়া পেশাদার ব্যক্তির পেশাগত আচরণ নিয়ন্ত্রণে এই বৈশিষ্ট্য একান্ত আবশ্যক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একজন চিকিৎসক ব্যক্তিগত সুবিধা লাভের আশায় রোগীকে অপ্রয়োজনীয় প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করার পরামর্শ দিতে পারেন না। অনুরূপভাবে একজন আইনজীবী বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা আদায়ের বিনিময়ে একই সঙ্গে উভয়পক্ষকে আইনী সহায়তা দিতে পারেন না।

৫. পেশাগত নিয়ন্ত্রণ ও পেশাগত সংগঠন: পেশাগত নিয়ন্ত্রণ যে কোনো পেশার পেশাগত মর্যাদা লাভের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এক্ষেত্রে বিধি-বিধান ও আইনের মাধ্যমে পেশার অন্তর্ভুক্তি, পেশাগত পরিচিতি, অনুশীলন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করা উল্লেখযোগ্য। পেশাগত নিয়ন্ত্রণের উদাহরণ হচ্ছে সার্টিফিকেট, লাইসেন্স এবং রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা। পেশাগত সংগঠনের মাধ্যমে পেশার সামাজিক উন্নয়ন, স্বার্থ সংরক্ষণ তথা সার্বিক বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

৬. সামাজিক স্বীকৃতি: রাষ্ট্র বা সমাজকর্তৃক আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ব্যতীত কোনো বৃত্তি পেশার মর্যাদা লাভ করতে পারে না। এই স্বীকৃতি সাধারণত সার্টিফিকেট, লাইসেন্স অথবা রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

৭. জনকল্যাণমুখীতা ও উপার্জনশীলতা: জনকল্যাণকে উদ্দেশ্য করে প্রত্যেক পেশাদার ব্যক্তি আয়ের উৎস হিসেবে তার অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা বাস্তবে প্রয়োগ করে থাকে। তাই জনকল্যাণমুখীতা ও উপার্জনশীলতা

পেশার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। যেমন– চিকিৎসা, আইন, শিক্ষকতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে উভয় জনকল্যাণমুখীতা ও উপার্জনশীলতার দিকটি লক্ষণীয়।

৮. ঐতিহাসিক পটভূমি ও বাস্তবমুখী জ্ঞানঃ পেশাদার ব্যক্তির জ্ঞান অবশ্যই বাস্তবমুখী ও প্রয়োগ উপযোগী। এছাড়া প্রত্যেক পেশার, পেশা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পেছনে পর্যায়ক্রমিক ও ধারাবাহিক পটভূমি বিদ্যমান। যার ফলে প্রতিটি পেশার নিজস্ব ঐতিহাসিক বিবর্তনের ইতিহাস গড়ে ওঠে।

অধিবেশন ০২	শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিক্ষকতা পেশার মূলকাজ (দায়িত্ব ও কর্তব্য) শনাক্ত করতে পারবেন;

খ. প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের সুনির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

গ. শিক্ষকতা পেশার দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালনে শিক্ষকের করণীয় নির্ধারণ করতে পারবেন।

অংশ-ক	শিক্ষকতা পেশার দায়িত্ব ও কর্তব্য

শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত:

- পাঠ্যপুস্তকের বিষয় সম্পর্কে ধারণা অর্জন;
- পাঠ-সংশ্লিষ্ট উপকরণ তৈরি;
- পাঠ-পরিকল্পনা অনুসরণ করে শ্রেণি শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা;
- শিক্ষার্থীর পারঙ্গমতা যাচাই করণ;
- শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ।

সমাজ-সম্পৃক্ততা বিষয়ক:

- বিদ্যালয় এলাকার শিশু জরিপ;
- নিয়মিত উঠোন বৈঠক;
- শিক্ষার্থীর ঝরেপড়া রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ ।

সহ-শিক্ষাক্রমিক কাজ পরিচালনা সংক্রান্ত:

- বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন;
- সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা।

পেশাগত উন্নয়ন সংক্রান্ত:

- পাক্ষিক সভায় অংশগ্রহণ;
- সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ;
- বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ;
- বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ও পরিচালনা।

বিদ্যালয়-পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক:

- বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ফুলের বাগান করা;
- বিদ্যালয় আঙিনায় বনজ ও ফলদ উদ্ভিদ লাগানো;
- শ্রেণিকক্ষ ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গন পরিচ্ছন্ন রাখায় সহযোগিতা।

এছাড়াও প্রয়োজনের নিরিখে ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে অর্পিত দায়িত্ব পালন করা হয়।

অংশ- খ	প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. প্রধান শিক্ষক স্কুলের যাবতীয় রেকর্ড, রেজিস্টার ও ফাইল সংরক্ষণ করবেন;
২. স্কুল এলাকায় স্কুল গমনোপযোগী শিশুদের বাৎসরিক জরিপের কাজ শিক্ষকমন্ডলী ও ম্যানেজিং কমিটির সহযোগিতায় সম্পন্ন করবেন এবং শিশু জরিপের স্থায়ী রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন;
৩. অভিভাবকবৃন্দকে তাদের সন্তানদের স্কুলে প্রেরণের জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন;
৪. শিক্ষকমন্ডলী, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং অভিভাবকদের সহযোগিতায় স্কুলে শিশুদের ও নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন;
৫. বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবেন এবং উহার আলোকে সাপ্তাহিক রুটিন প্রণয়ন করবেন;
৬. বিদ্যালয়ে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা, বাৎসরিক ক্রীড়ানুষ্ঠান ও অভিভাবক দিবস উদযাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
৭. সহকারী শিক্ষকদের একসঙ্গে অনধিক ৩ দিন পর্যন্ত নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর করতে পারবেন;
৮. সংশ্লিষ্ট সহকারী শিক্ষককে সরকারি আদেশ ও আইন সম্পর্কে অবহিত করবেন;
৯. স্কুলে ম্যানেজিং কমিটি সদস্যদের সহযোগিতায় স্কুলগৃহ, আসবাবপত্র ও অন্যান্য সম্পদের নিয়মিত সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
১০. প্রয়োজনীয় রিপোর্ট ও রিটার্ন প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট যথানিয়মে প্রেরণ করবেন;
১১. শিক্ষার্থীদের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন;
১২. প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা/বৃত্তি পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করবেন;
১৩. স্কুলে ম্যানেজিং কমিটি গঠনের নিমিত্তে সময়মত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন;
১৪. শিক্ষক অভিভাবক সমিতি গঠন ও উহার কার্যকারিতা নিশ্চিত করবেন;
১৫. সরকার প্রদত্ত পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য সরবরাহকৃত দ্রব্যসমূহ ও সাজ-সরঞ্জামাদি ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদনক্রমে বিতরণ করবেন;
১৬. বিদ্যালয় শ্রেণিকক্ষ, বিদ্যালয় আঙিনা এবং শৌচাগার তথা বিদ্যালয় পরিবেশের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করবেন;
১৭. পাঠোন্নতির লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনার নিমিত্তে সহকারী শিক্ষকদের সঙ্গে প্রতিমাসে অন্ততপক্ষে ২টি অধিবেশনের ব্যবস্থা করবেন এবং সিদ্ধান্তসমূহ রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন;
১৮. সহকারী শিক্ষকদের এসিআর অনুস্বাক্ষরপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সহকারী উপজেলা/থানা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সমীপে প্রেরণ করবেন;
১৯. সহকারী শিক্ষকদের ছুটি, বদলিসহ অন্যান্য আবেদনপত্র মন্তব্য সহকারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সমীপে প্রেরণ করবেন;
২০. মাসে অন্ততপক্ষে একবার ম্যানেজিং কমিটির সভার ব্যবস্থা করবেন এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তবলি বাস্তবায়ন করবেন।

একাডেমিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

২১. শিক্ষকবৃন্দের কার্যকর নির্দেশ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন হচ্ছে কি না তা মনিটরিং-এর মাধ্যমে নিশ্চিত করবেন;

২২. শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের জন্য পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা নিশ্চিত করবেন;

২৩. বিদ্যালয়ের এ্যাসেসমেন্ট ও ইভালুয়েশন প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধান করবেন;

২৪. শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক সফলতার জন্য সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করবেন;

২৫. শিক্ষার্থীদের উন্নতি অর্জন ত্বরান্বিত করতে অভিভাবক ও কমিউনিটিকে জড়িত করবেন;

২৬. শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা প্রদানের জন্য রিসোর্স সরবরাহ নিশ্চিত করবেন।

তত্ত্বাবধানিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

২৭. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গমনোপযোগী শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতির জন্য অভিভাবকদের উদ্বুদ্ধ করবেন;

২৮. সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়মিত স্কুলে উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন;

২৯. নিয়মিত প্রতিদিন লিখিতভাবে অন্তত দুটি শিখন শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন;

৩০. পাঠের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে সহকারী শিক্ষকগণ দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা এবং শিক্ষা উপকরণ তৈরি বা সংগ্রহ করেছেন কি না সে সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন;

৩১. সহকারী শিক্ষকগণ তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করছেন কি না সে সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন;

৩২. নিয়মিত পাক্ষিক সভায় সকল পর্যবেক্ষণ উত্থাপন করে আলোচনা করবেন এবং সম্মিলিতভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করবেন;

৩৩. বিদ্যালয় পাঠাগারের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।

আর্থিক দায়িত্ব ও কর্তব্য

৩৪. সরকার ও স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অর্থ, আসবাবপত্র, শিক্ষা উপকরণ ও অন্যান্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ক্যাশবুক ও স্টক রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন;

৩৫. স্কুলের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের মাসিক বেতন বিল তৈরি করে সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের নিকট নিয়মিতভাবে যথাসময়ে দাখিল করবেন;

৩৬. বিভিন্ন সময়ে সরকার/অধিদপ্তর/উপজেলা পরিষদ কর্তৃক আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন।

ক্লাস্টার ট্রেনিং এর ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্য

৩৭. সাব-ক্লাস্টার ট্রেনিং এর দিন তারিখ ও বিষয় শিক্ষকদের যথাসময়ে জানিয়ে দিবেন। সাব-ক্লাস্টার ট্রেনিং অনুষ্ঠানের জন্য সবরকম আয়োজন সম্পন্ন করবেন। যেমন: বসার জায়গা, শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি;

৩৮. প্রশিক্ষণের দিন প্রধান শিক্ষক নিজে উপস্থিত থাকবেন এবং অন্যান্য শিক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন;

৩৯. প্রশিক্ষণের দিন সাধারণত শিক্ষকদের নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান করা যাবে না।

বিদ্যালয়ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য

৪০. এসএমসি ও শিক্ষক অভিভাবক সমিতি গঠন নিশ্চিত করবেন;
৪১. এসএমসি'এর সহায়তা নিয়ে পরিকল্পনা কমিটি গঠন করবেন;
৪২. শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষক-অভিভাবক সমিতির সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন;
৪৩. স্থানীয় জনগণকে পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন;
৪৪. পরিকল্পনায় যে বাজেট থাকবে তার কিয়দংশ অর্থায়নের জন্য তিনি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবেন;
৪৫. সঠিকভাবে খরচের ভাউচার তৈরি করবেন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন;
৪৬. পকিল্পনা বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে খরচের বিবরণী তৈরি করবেন এবং ভাউচারসহ উপজেলা অফিসে প্রেরণ করবেন;
৪৭. উল্লিখিত দায়িত্বসমূহ সম্পাদনের লক্ষ্যে অন্যান্য শিক্ষকের সহায়তা গ্রহণ করবেন (সকল শিক্ষক একটি টিম হিসেবে কাজ করবেন)।

পরিমার্জিত ডিপিএড এর আওতায় ইন্টার্নশিপ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

৪৮. নিজ বিদ্যালয়ে সংযুক্ত সকল প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদান করবেন;
৪৯. নিরপেক্ষতার সঙ্গে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের কার্যক্রম চেকলিস্ট অনুসারে মূল্যায়ন ও মনিটরিং করবেন;
৫০. প্রশিক্ষণার্থীগণকে মেন্টরিং করে পরিপূর্ণ শিক্ষক হতে সহায়তা করবেন;
৫১. অন্যান্য মূল্যায়নকারীগণ কর্তৃক মূল্যায়নের নম্বর সংগ্রহ করা এবং নিজের প্রদত্ত নম্বরসহ গোপনীয়তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা রিসোর্স সেন্টারের ইন্সট্রাক্টরের কাছে প্রেরণ করবেন।

সহকারী শিক্ষকগণের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

১. শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো ও গাঠনিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা;
২. বিদ্যালয় এলাকার স্কুলে গমনোপযোগী শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি, উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ ও পাঁচবছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সমাপণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
৩. সামজিক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা;
৪. প্রধান শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠ সহকারী শিক্ষককে প্রধান শিক্ষক হিসেবে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করা;
৫. প্রতিমাসে অন্তত একটি হোম ভিজিট করা;
৬. প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয় পরিচালনা করার কাজে সহযোগিতা করা;
৭. বিদ্যালয়ের বিভিন্ন রেকর্ডপত্র তৈরি ও আপডেট করার কাজে প্রধান শিক্ষককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা;
৮. ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা।

অধিবেশন ০৩	শিক্ষকমান ও পারদর্শিতার সূচক

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিক্ষকমানের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. বাংলাদেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকমান ও পারদর্শিতার সূচক শনাক্ত করতে পারবেন;

গ. শিক্ষকমান অর্জনের উপায় নির্ধারণ ও অনুশীলনে উদ্বুদ্ধ হবেন।

অংশ-ক	শিক্ষকমানের ধারণা

শিক্ষকমান হলো শিক্ষকের পেশাগত পারদর্শিতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কিছু আদর্শের (standard) সমন্বয়। যার মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলোতে শিক্ষকের পারদর্শিতার অবস্থা/মাত্রা যাচাই করা হয়। বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য শিখনের ৩টি ক্ষেত্রের (পেশাগত জ্ঞান এবং উপলব্ধি, পেশাগত অনুশীলন ও পেশাগত মূল্যবোধ এবং সম্পর্ক স্থাপন) আলোকে মোট ০৯টি শিক্ষকমান নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষকমানের জন্য নির্দেশক ও পরিমাপের জন্য পারদর্শিতার সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে।

সহকারী শিক্ষকদের জন্য ০৯টি শিক্ষকমান:

১. শিক্ষার্থী ও তাদের শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা;

২. শিক্ষার্থীর প্রতি গভীর আস্থা ও উচ্চাশা পোষণ এবং তাদের উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা;

৩. বিষয়বস্তু এবং শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে জানা;

৪. কার্যকর শিখন-শেখানো কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

৫. সহায়ক এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ তৈরি ও বজায় রাখা;

৬. শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন, ফলাবর্তন এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন;

৭. পেশাগত উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত রাখা;

৮. সকল অংশীজনের সাথে পেশাগত সম্পর্ক বজায় রাখা;

৯. শুদ্ধাচার ও পেশাগত অঙ্গীকার।

প্রধান শিক্ষকের জন্য শিক্ষকমান:

১. শিক্ষার্থী ও তাদের শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা;

২. শিক্ষার্থীর প্রতি গভীর আস্থা ও উচ্চাশা পোষণ এবং তাদের উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা;

৩. বিষয়বস্তু এবং শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে জানা;

৪. কার্যকর শিখন-শেখানো কার্যক্রম বাস্তবায়ন;

৫. সহায়ক এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ তৈরি ও বজায় রাখা;

৬. শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন, ফলাবর্তন এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন

৭. পেশাগত উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত রাখা;

৮. সকল অংশীজনের সাথে পেশাগত সম্পর্ক বজায় রাখা;

৯. শুদ্ধাচার ও পেশাগত অঙ্গীকার;

১০. একাডেমিক তত্ত্বাবধান, মেন্টরিং ও মনিটরিং;

১১. বিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ, দাপ্তরিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা;

১২. মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব।

অংশ- খ	শিক্ষকমান ও পারদর্শিতার সূচক

শিক্ষকমান (সহকারী শিক্ষক)	পারদর্শিতার সূচক/নির্দেশক	মূল্যায়ন টুলস/প্রমাণক
১. শিক্ষার্থী ও তাদের শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানা	১.১ শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অবস্থা সংবলিত শিক্ষার্থী প্রোফাইল নিয়মিত হালফিল রাখেন; ১.২ শিক্ষার্থীকে নাম ধরে ডাকেন; ১.৩ শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অবস্থা বিবেচনায় শ্রেণি কার্যক্রম পরিকল্পনা করেন; ১.৪ শিক্ষার্থীর শিখনের ধরন ও আচরণ বিবেচনায় শ্রেণি কার্যক্রম পরিকল্পনা করেন; ১.৫ শিক্ষার্থীর আগ্রহ, প্রবণতা, সক্ষমতা, শিখন ঘাটতি ও চাহিদা বিবেচনায় শ্রেণি কার্যক্রম পরিকল্পনা করেন।	শিক্ষার্থী প্রোফাইল, পাঠ-পরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ ছক, পাঠ পর্যবেক্ষণ ছক, বেইস লাইন মূল্যায়ন, ধারাবাহিক মূল্যায়ন টুলস,
২. শিক্ষার্থীর প্রতি গভীর আস্থা ও উচ্চাশা পোষণ এবং তাদের উন্নত জীবনের স্বপ্নদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা	২.১ শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ ওপর গভীর আস্থা রাখেন; ২.২ শিক্ষার্থীর কাজে উৎসাহ প্রদান করেন এবং সহায়তা করেন; ২.৩ শিক্ষার্থীর সাথে মর্যাদাপূর্ণ এবং ইতিবাচক আচরণ করেন; ২.৪ শিক্ষকের কথা ও আচরণে শিক্ষার্থীর স্বপ্নময় ভবিষ্যত সম্ভাবনার বিষয়ে ইতিবাচকতা লক্ষ করা যায়; ২.৫ যেকোন ধরনের বুলিং থেকে শিক্ষক নিজেকে ও শিক্ষার্থীদের বিরত রাখতে উদ্বুদ্ধ করেন; ২.৬ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ যোগ্যতায় এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দেন; ২.৭ শিক্ষার্থীদের ভালো কাজে প্রশংসা করেন।	শ্রেণি পাঠপরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ ছক (জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ ও অর্জনের পরিকল্পনা করা), পাঠ পর্যবেক্ষণ ছক ইত্যাদি
৩. বিষয়বস্তু এবং শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে জানা	৩.১ পাঠ উপস্থাপনে শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়; ৩.২ শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষাক্রম,যোগ্যতা (শ্রেণি ও বিষয়ভিত্তিক) এবং শিখনফল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়; ৩.৩ পাঠ-পরিকল্পনা এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রমে এবং বিভিন্ন প্রকার শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়; ৩.৪ পাঠ-পরিকল্পনা এবং শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) পাঠদানের কৌশল সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণার প্রতিফলন পাওয়া যায়।	শ্রেণি পাঠপরিকল্পনা, পাঠ পর্যবেক্ষণ ছক
৪. কার্যকর শিখন-শেখানো কার্যক্রম বাস্তবায়ন	৪.১ শিখনফল ও বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতি রেখে পাঠ উপস্থাপন করেন; ৪.২ পাঠের নির্ধারিত শিখনফল অনুসারে যথোপযুক্ত শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করেন; ৪.৩ বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় আইসিটিসহ অন্যান্য প্রসঙ্গিক শিক্ষা উপকরণ তৈরি, নির্বাচন ও যথাযথ ব্যবহার করেন;	শ্রেণি পাঠপরিকল্পনা, পর্যবেক্ষণ ছক (নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট সংযোগ,ল্যাপটপ, প্রজেক্টর),

শিক্ষকমান (সহকারী শিক্ষক)	পারদর্শিতার সূচক/নির্দেশক	মূল্যায়ন টুলস/প্রমাণক
	৪.৪ পাঠ উপস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, প্রবনতা ও সামর্থ অনুযায়ী শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক বহুমূখী শিক্ষণ কৌশল প্রয়োগ করেন; ৪.৫ সক্রিয় ও অংশগ্রহণমূলক শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করেন; ৪.৬ বাচনিক ও অবাচনিক কৌশল ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করেন; ৪.৭ শিক্ষার্থীর চিন্তন অনুশীলন ও প্রতিফলনমূলক চর্চার কৌশল এবং নিরাময় কার্যক্রম গ্রহণ করেন; ৪.৮ পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও শ্রম দেন; ৪.৯ সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেন।	পাঠ পর্যবেক্ষণ ছক, মূল্যায়ন রেকর্ড, শিখন অগ্রগতির রেকর্ড, বিভিন্ন প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট, হোম ভিজিট প্রতিবেদন, ছবি, মা সমাবেশ, রেজিস্টার ইত্যাদি
৫. সহায়ক এবং নিরাপদ শিখন পরিবেশ তৈরি ও বজায় রাখা	৫.১ আনন্দদায়ক, ভয়ভীতি ও নিরাপদ শিখন সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেন; ৫.২ শ্রেণিকক্ষে একীভূত শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার পরিবেশ তৈরি করেন; ৫.৩ কার্যকর শ্রেণি ব্যবস্থাপনা বজায় রাখার জন্য প্রমিত, সুস্পষ্ট ও বোধগম্য ভাষায় নির্দেশনা প্রদান করেন। ৫.৪ শিক্ষার্থীদের সাথে হাসিমুখে কথা বলেন। ৫.৫ শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণিতে প্রশ্ন করতে বা আলোচনায় অংশ নিতে উৎসাহ প্রদান করেন।	পর্যবেক্ষণ ছক (অভিভাবক বসার ছাউনি, সুপেয় পানি পানের ব্যবস্থা, বিদ্যালয় প্রাঙ্গন সবুজায়ন, সীমানা প্রাচীর, নামফলক, বাণী সম্বলিত প্ল্যাকার্ড, ছাদ বাগান, পেইন্টিং অ্যাক্সেসরিস, যোগাযোগ ব্যবস্থা, সাউন্ড সিস্টেম), পাঠ-পরিকল্পনা, পাঠ পর্যবেক্ষণ ছক ইত্যাদি
৬. শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন, ফলাবর্তন এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন	৬.১ শিক্ষার্থীদের পাঠসংশ্লিষ্ট ধারাবাহিক মূল্যায়নে যথাযথ মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ ও প্রয়োগ করেন; ৬.২ শিক্ষার্থীদেরকে মূল্যায়ন করে মৌখিক ও লিখিত গঠনমূলক ফলাবর্তন ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা প্রদান করেন; ৬.৩ ধারাবাহিকভাবে শিখন অগ্রগতি বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের লিখিতভাবে রেকর্ড সংরক্ষণ করেন; ৬.৫ মূল্যায়নলব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণপূর্বক শিক্ষার্থীর শিখন উন্নয়নে তা ব্যবহার করেন; ৬.৬ শিক্ষার্থী মূল্যায়নে যোগ্যতাভিত্তিক অভীক্ষাপত্র প্রণয়ন করেন। ৬.৭ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করেন এবং অভিভাবককে অবহিত করেন।	শ্রেণি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, ডায়েরি-১ ও ডায়েরি-২, শিখন অগ্রগতি প্রতিবেদন, মূল্যায়ন রেকর্ড, শিক্ষার্থীদের উত্তরপত্র, পাঠ-পরিকল্পনা ইত্যাদি
৭. পেশাগত উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত রাখা	৭.১ নিয়মিত নির্ধারিত ছকে স্ব-অনুচিন্তন এবং রিফ্লেক্টিভ জার্নাল লিখেন; ৭.২ নিয়মিত এ্যাকশান রিসার্চ পরিচালনা করেন; ৭.৩ নিয়মিত কেইস-স্টাডি পরিচালনা (বিটিপিটি গ্রহণকালে ০১টি; প্রতিবছর ০১টি) করেন; ৭.৪ লেসন-স্টাডি/টিএসএন/টিএলসি আয়োজন/অংশগ্রহণ করেন (মাসে ০১টি); ৭.৫ সহকর্মীদের পাঠ আগ্রহ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে পর্যবেক্ষিত পাঠের গঠনমূলক ফলাবর্তন প্রদান করেন ও নিজের মান উন্নয়নে সচেষ্ট থাকেন।	আত্মমূল্যায়ন ছক ব্যবহার, পেশাগত উন্নয়ন রেকর্ড (আরপিডি), পাঠ পর্যবেক্ষণ, রিফ্লেক্টিভ জার্নাল, কার্যোপযোগী গবেষণা (Action Research) প্রতিবেদন, পাঠ সমীক্ষার রেকর্ড, পাক্ষিক

শিক্ষকমান (সহকারী শিক্ষক)	পারদর্শিতার সূচক/নির্দেশক	মূল্যায়ন টুলস/প্রমাণক
	৭.৬ নিজের শিখন-শেখানোর মানোন্নয়নের জন্য সহকর্মী এবং সংশ্লিষ্ট মেন্টরকে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন; ৭.৭ শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে সহকর্মী বা শিখন-শেখানো যেকোনো ইতিবাচক পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন; ৭.৮ স্ব-উদ্যোগে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন (যেমন, মুক্তপাঠ, ই-লার্নিং প্লাটফর্ম, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি); ৭.৯ পরিবর্তিত ও আধুনিক শিখন-শেখানো কৌশল আয়ত্ব করার জন্য নিয়মিত বই, আর্টিকেল, সংবাদপত্র এবং গবেষণাপত্র ইত্যাদি পড়েন;	সভার রেকর্ড, পেশাগত উন্নয়ন রেকর্ড, সার্টিফিকেট, বিভিন্ন প্রকাশনা থাকা, বিদ্যালয়ে ক্লাব (ল্যাংগুয়েজ, বিজ্ঞান ইত্যাদি) গঠন, পাঠাগারের ব্যবহার, দৈনিক পত্রিকা রাখা, কেইস স্টাডি ইত্যাদি
৮. সকল অংশীজনের সাথে পেশাগত সম্পর্ক বজায় রাখা	৮.১ সহকর্মীদের সাথে চমৎকার/ইতিবাচক সম্পর্ক বজায় রাখেন; ৮.২ সামর্থ অনুযায়ী সকল সহকর্মীর কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করেন; ৮.৩ নিয়মিত মা/অভিভাবক সমাবেশ/উঠোন বৈঠক আয়োজন করে মা-বাবা/অভিভাবকের সাথে তাদের সন্তানদের অগ্রগতি অবহিত করেন; ৮.৪ নিয়মিত হোম ভিজিটের মাধ্যমে তাদের সন্তান ও বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত যোগাযোগ করেন; ৮.৫ এসএমসি ও পিটিএসহ অন্যান্য সভায় অংশগ্রহণ করেন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); ৮.৬ অভিভাবক এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ছাত্র ভর্তি, ঝরেপড়া রোধ, SLIP বাস্তবায়ন, উপকরণ সংগ্রহসহ যে কোনো কাজে সম্পৃক্ত করেন; ৮.৭ মেন্টরদের সাথে ইতিবাচক পেশাগত সম্পর্ক বজায় রাখেন; ৮.৮ সকল অংশীজনের সহায়তায় বিদ্যালয়ের নানাবিধ উন্নয়ন করেন।	বিভিন্ন রেকর্ড-রেজিস্টার, হোম ভিজিট, আলোচনা, বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ পর্যবেক্ষণ ছক, উন্নয়ন পরিকল্পনা, উপকরণের তালিকা, কার্যক্রমের ছবি ইত্যাদি
৯. শুদ্ধাচার ও পেশাগত অঙ্গীকার	৯.১ কর্মস্থলের প্রতিটি কার্যক্রমে যথাসময়ে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন (আগমন, শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা, প্রস্থানসহ অন্যান্য ইত্যাদি); ৯.২ অর্পিত প্রতিটি দায়িত্ব স্ব-প্রণোদিত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পন্ন করেন; ৯.৩ প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয় পরিচালনায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন; ৯.৪ জরুরি পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাঠদান অব্যাহত রাখেন; ৯.৫ বিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রমে (যেমন, আর্থিক/অন্যান্য) স্বচ্ছতা, নৈতিকতা ও জবাবদিহিতা বজায় রাখেন; ৯.৬ ড্রেস কোড (পোষাক) মেনে চলেন; ৯.৭ বিদ্যমান আইন, নীতি, বিধি-বিধান মেনে চলেন; ৯.৮ সমাজ ও রাষ্ট্র বিরোধী সকল কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকেন; ৯.৯ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার বিধি জানেন ও মেনে চলেন।	রেজিস্টার, বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, পেশাগত রেকর্ড, পরিপত্র-গার্ডফাইল ইত্যাদি

শিক্ষকমান (সহকারী শিক্ষক)	পারদর্শিতার সূচক/নির্দেশক	মূল্যায়ন টুলস/প্রমাণক
প্রধান শিক্ষকদের জন্য উপরের ৯টিসহ অতিরিক্ত আরও ৩টি শিক্ষকমান নিম্নরূপ		
১০. একাডেমিক তত্ত্বাবধান, মেন্টরিং ও মনিটরিং	১০.১ শিখন-শেখানোর মানোন্নয়নের জন্য বিদ্যালয়ের একাডেমিক তত্ত্বাবধান করেন; ১০.২ শিখন-শেখানোর মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের মেন্টরিং করেন; ১০.৩ শিক্ষকদের শ্রেণিপাঠ পর্যবেক্ষণ করেন ও প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন প্রদান করেন; ১০.৪ নিজের বিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রমে সহকর্মীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন; ১০.৫ সহকর্মীদের কার্যক্রম মনিটরিং করেন ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট, সাক্ষাৎকার পত্র, স্ব-অনুচিন্তন রেকর্ড ইত্যাদি
১১. বিদ্যালয়, প্রশিক্ষণ, দাপ্তরিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	১১.১ বিদ্যালয়ের পরিবেশ আকর্ষণীয় করেন; ১১.২ সহকারী শিক্ষকগণের জন্য ইনহাউস প্রশিক্ষণ আয়োজন করেন; ১১.৩ কার্যকরভাবে নিজ বিদ্যালয়ে নির্ধারিত সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ আয়োজন করেন; ১১.৪ ই-প্রাইমারি সিস্টেম-পিইএমআইএস, এপিএসসি, শিশু জরীপ, হোমভিজিট, শিশু ভর্তি কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ সকল তথ্য হালফিল রাখেন; ১১.৫ সংশ্লিষ্ট সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের মহোদয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর করে তা বাস্তবায়ন করেন; ১১.৬ বিদ্যালয় পর্যায়ে আনুসঙ্গিক, SLIP, প্রাক-প্রাথমিকের শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণ, ওয়াশব্লক মেরামতকরণ, পয়ঃনিষ্কাশন, রুটিন মেইনটেইনেন্স, ক্ষুদ্র সংস্কার ও মেরামতের জন্য বরাদ্ধকৃত অর্থ বিধি-মোতাবেক ব্যয় করেন। ১১.৭ সরকার কর্তৃক বরাদ্ধকৃত উপবৃত্তির অর্থ বিধিমোতাবেক বিতরণের জন্য সুবিধাভোগী নির্বাচন ও অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত করেন; ১১.৮ সরকার থেকে প্রাপ্ত ও অন্যান্য যেকোন উৎস থেকে প্রাপ্ত অর্থ শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয়ের জন্য খরচ করেন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেন; ১১.৯ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত সকল নির্দেশনা মেনে চলেন।	বিভিন্ন রেজিস্টার, এপিএ, পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাপ্ত পত্র ইত্যাদি
১২. মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্ব	১২.১ বিদ্যালয়ের সকল কার্যক্রমে সকলের নিরাপদ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন; ১২.২ সহকারী শিক্ষক ও অন্যান্য সহকর্মীদের নিয়ে টিম স্পিরিটে কাজ করেন; ১২.৩ বিধি মোতাবেক সহকর্মী শিক্ষক ও কর্মচারীর ছুটি ব্যবস্থাপনা করেন; ১২.৪ বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণের মাসিক বেতন প্রাপ্তির জন্য	বিভিন্ন রেজিস্টার, পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট,

শিক্ষকমান (সহকারী শিক্ষক)	পারদর্শিতার সূচক/নির্দেশক	মূল্যায়ন টুলস/প্রমাণক
	মাসিক রিপোর্ট প্রণয়ন করেন; ১২.৫ স্টুডেন্ট কাউন্সিল, কাবদল গঠন, খুদে ডাক্তার দল, হলদে পাখির দল গঠন করে তাদের কার্যক্রম নিশ্চিত করেন; ১২.৬ বিদ্যালয়ের কার্যক্রম দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন; ১২.৭ বিদ্যালয়ের সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করেন।	

অংশ- গ	**শিক্ষকমান অর্জনের উপায়**

- আত্মমূল্যায়নের মাধ্যমে নিজের শিক্ষকমানের কোন ঘাটতি রয়েছে কি না তা যাচাই করে উন্নয়নের পন্থা নির্ধারণ;
- ঘাটতি পূরণের মাধ্যমে নিজেকে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক হিসেবে গড়ে তোলা;
- সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করে শিক্ষকমানের কোন ঘাটতি রয়েছে কি না তা যাচাই করা;
- ঘাটতি পূরণের জন্য দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষকের সাথে আলোচনা করে কর্মপরিকল্পনা করা;
- শিক্ষকমান অর্জনে লক্ষ্য নির্ধারণ করা;
- কিছুদিন পরপর অগ্রগতি মূল্যায়ন করা;
- যেসব ক্ষেত্রে ঘাটতি পূরণ হয়নি তা সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করে ঘাটতির কারণ চিহ্নিত করা;
- চিহ্নিত কারণের আলোকে পুনরায় কর্মপরিকল্পনা করা।

অধিবেশন ০৪	শিক্ষকের পেশাগত অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা

শিখনফল: অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশায় অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিক্ষকতা পেশার প্রতি অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারবেন;

গ. শিক্ষকতা পেশার প্রতি অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতার উপায় নির্ধারণ করতে পারবেন।

অংশ-ক	বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকার

বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পেশাদারিত্ব (professionalism) হচ্ছে এমন মনোভাব, যা একজন শিক্ষককে তার পাঠদান কার্যক্রম ছাড়াও বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট বিশেষ বিশেষ দায়িত্বসমূহ সুচারুভাবে পালন করতে হয়। আর একাজগুলো পালন করার মাধ্যমে একজন শিক্ষক নিজেকে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলেন। একজন শিক্ষকের বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকার হচ্ছে-

- শিক্ষকতা পেশার দায়িত্বগুলো বোঝা এবং এগুলোর প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকা;
- শিক্ষার্থীর শিখনের উন্নয়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকা যা তার প্রধান দায়িত্ব;
- শিক্ষার্থী, সহকর্মী, ও স্কুল কমিউনিটির সাথে আচরণ করার ক্ষেত্রে সবসময় খুব উঁচু ধরনের পেশাগত আচরণ করার চেষ্টা করা;
- শিক্ষার দর্শন খুব ভালোভাবে বোঝা;
- সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে তার যে পেশাগত দায়বদ্ধতা আছে তা বোঝা;
- এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে শিক্ষকতা কাজ পরিচালনা করা যে, প্রতিটি শিশুরই শেখার ক্ষমতা আছে এবং তাদের সমানভাবে বিচার করতে হয়;
- প্রতিটি শিশুর ভিন্নতাকে বোঝা এবং গুরুত্ব দেয়া;
- শিক্ষার নীতি নির্ধারণ ও শিক্ষাসংক্রান্ত যে কোন পরিবর্তনে অবদান রাখা;
- শিক্ষার্থীর শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, মানবিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সৃজনশীল, নান্দনিক এবং আবেগিক বিকাশে একজন সহায়ক হিসেবে ভূমিকা রাখা;
- শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনগুলোর গুরুত্ব দেয়া;
- নিজ শিখনের উন্নয়নে আগ্রহ ও সচেতন থাকা;
- শিখন-শেখানোর পরিকল্পনা করা এবং তা পরিবর্তিত শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে করা;
- বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন কার্য পরিচালনা করা;
- সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রমে দক্ষ হওয়া;
- শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সহকর্মীর সাথে আত্মবিশ্বাস, বিশ্বস্ততা এবং আন্তরিকতার সাথে আচরণ করা;
- শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সহকর্মী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে ইতিবাচক যোগাযোগ রাখা;
- বিদ্যালযের ভৌত অবকাঠামো ও সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করা;
- বিদ্যালয়ের সকল তথ্য সম্পর্কে ধারণা রাখা।

অংশ-খ	বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকারের ক্ষেত্রসমুহ

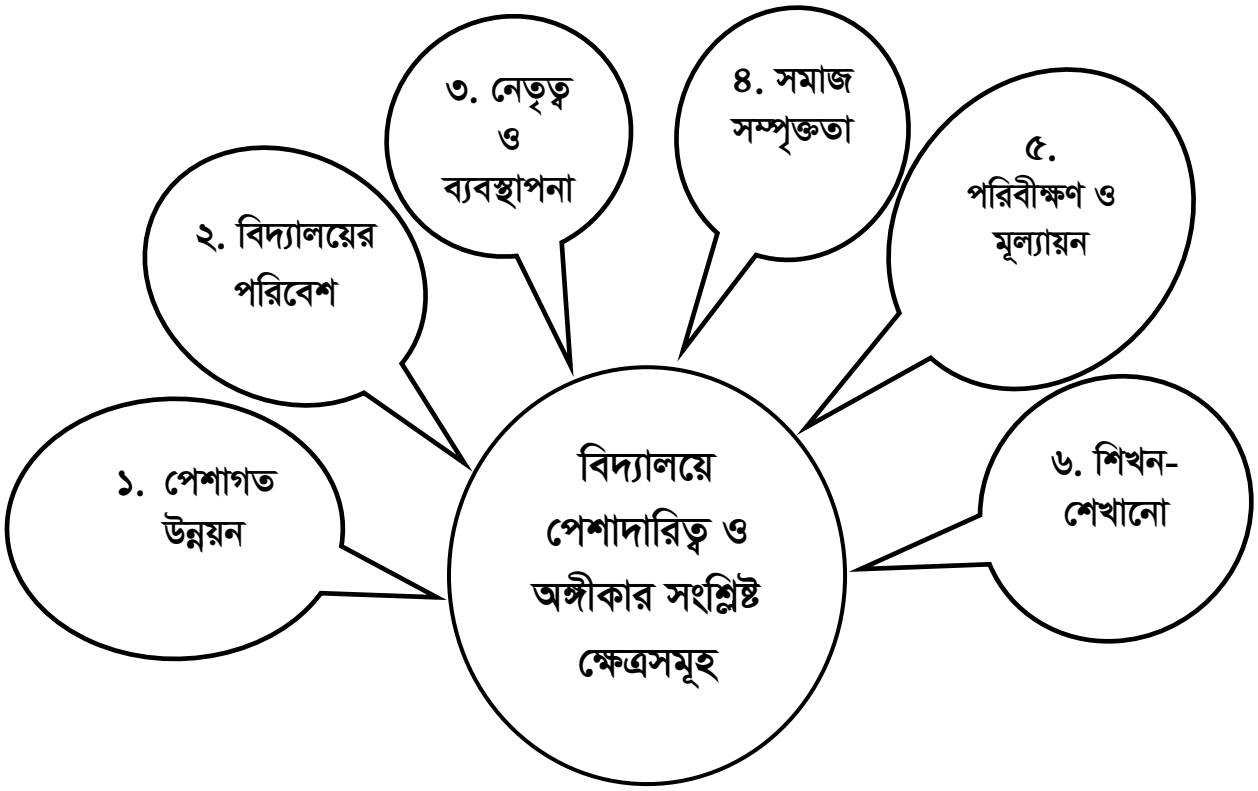

চিত্র ১: বিদ্যালয়ে পেশাদারত্ব ও অঙ্গীকার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ

১. পেশাগত উন্নয়ন

পেশাগত উন্নয়ন বলতে পেশা সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি ও ব্যক্তির উন্নয়নকে বুঝায়। পেশাদারিত্ব ও অঙ্গীকারাবদ্ধ করার জন্য শিক্ষকতা পেশার উন্নয়ন করে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে। যেমন:

ক) শিক্ষকের জ্ঞানের উন্নয়ন: শিক্ষক জ্ঞান চর্চা করেন, জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করেন। তিনি যত বেশি জ্ঞান অর্জন করবেন ততবেশি জ্ঞান বিতরণ করতে পারবেন। শিক্ষককে সারা জীবন ধরে জ্ঞান অর্জন ও বিতরণ করতে হয়। এ জন্য বলা হয় 'একজন শিক্ষক সারাজীবনের জন্য ছাত্র'। একজন শিক্ষককে নিম্নলিখিত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হয়।

- তার বিষয়গত জ্ঞান (পঠিত ও পাঠদান বিষয়);
- শিক্ষার্থীকে জানার জ্ঞান;
- শিখন পরিবেশের জ্ঞান;
- শিখন-শেখানো কার্যাবলি সম্পর্কিত জ্ঞান;
- বিদ্যালয় ও তার সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক জ্ঞান;
- তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত জ্ঞান;
- অন্যান্য মৌলিক জ্ঞান।

খ) শিক্ষকের দক্ষতার উন্নয়ন: শিক্ষাদান একটি কৌশলগত কাজ। অতএব এ ব্যাপারে শিক্ষক যত বেশি দক্ষ হবেন তিনি তার পেশাদারিত্বে তত বেশি ভূমিকা রাখতে পারবেন। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের মাধ্যমে একজন শিক্ষকের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে-

- শিখন পরিবেশ সৃষ্টি;
- শ্রেণি ব্যবস্থাপনা সংগঠন;
- পাঠ উপস্থাপন;
- শিক্ষার্থীদের শিখনে উদ্বুদ্ধকরণ;
- শিক্ষার্থীদের পাঠে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ করানো;
- সমস্যা উদঘাটন/চিহ্নিতকরণ;
- সমস্যা সমাধানের কৌশল অবলম্বন;
- উপকরণ নির্বাচন ও তৈরি;
- শিক্ষার্থীদের পরিচালনা ও নির্দেশনা দান;
- তত্ত্বাবধান কৌশল ও প্রয়োগ;
- শিক্ষার্থীদের আস্থা অর্জন;
- শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি;
- শিখনফল অনুযায়ী পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- পাঠকে ফলপ্রসূকরণ;
- মূল্যায়ন;
- ফলাবর্তন প্রদান।

গ) শিক্ষকতা কাজের উন্নয়ন: শিক্ষক হিসেবে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের বহুবিধ কাজ সম্পন্ন করতে হয়। যদিও শিক্ষাদান তার মূল কাজ। পেশাদারিত্ব অঙ্গিকারাবদ্ধ করতে নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে হয়-

- শিক্ষাক্রমিক কাজ- পাঠদান, তত্ত্বাবধান, মূল্যায়ন;
- সহশিক্ষাক্রমিক কাজ- খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানমেলা ইত্যাদি।

ঘ) শিক্ষকতা মনোবৃত্তির উন্নয়ন: শিক্ষকতা একটি মহৎ পেশা। কঁচিকাঁচা শিশুদের নিয়ে তার কাজ। তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতে হবে। সুতরাং শিক্ষককে শিশুসুলভ মনোবৃত্তি অর্জন ও উন্নয়ন করতে হয়। আন্তরিক হতে হবে শিক্ষক-শিক্ষক, শিক্ষক-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্কে।

২. বিদ্যালয়ের পরিবেশ

ক) শিক্ষার্থীদের সুযোগ সুবিধা:

- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে অবহিত আছেন;
- আচার-আচরণ যথাযথভাবে করেন;
- প্রতিদিনের সমাবেশ সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন;
- শিক্ষার্থীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য বেত/লাঠি ব্যবহার করেন না;
- প্রতিদিনের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট শ্রেণিকক্ষের চকবোর্ডে প্রদর্শন করা হয়;
- নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন।

খ) বিদ্যালয়ের ভৌত পরিবেশঃ

- বিদ্যালয় ভবন যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ;
- খেলার মাঠ নিরাপদ, পরিষ্কার রাখেন;
- আকর্ষণীয় সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পরিচালনা করেন;
- সকল কার্যক্রমে ছেলে মেয়ে উভয়কেই সমান গুরুত্ব দেন।

৩. নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা

- সহকর্মীদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন;
- বিদ্যমান শিক্ষকের সংখ্যানুপাতে প্রতি শ্রেণির শিশুদের বিভিন্ন শাখায় ভাগ করেন;
- শিখন-শেখানো কার্যাবলি উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব প্রদান এবং যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করেন;
- বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির সঙ্গে যোগাযোগ করতে উৎসাহী;
- বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির সঙ্গে দ্বিমুখী যোগাযোগ রয়েছে;
- শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের জন্য সহজলভ্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা করেন;
- সময়মত বিদ্যালয়ে পাঠদান শুরু ও শেষ করেন।

৪. সমাজ সম্পৃক্ততা

- শিশুদের উপস্থিতি বৃদ্ধিতে এসএমসিকে সংশ্লিষ্ট করেন;
- বিদ্যালয়ের যেকোন কাজে বিদ্যালয় এলাকার ব্যক্তিবর্গকে সম্পৃক্ত করা হয়;
- বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সমাজ সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা হয়;
- শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি সম্পর্কে এসএমসিকে অবহিত করেন;
- পিতামাতা/অভিভাবক, এসএমসি ও পিটিএ সদস্য এবং সহকর্মীদের সাথে বিদ্যালয় উন্নয়ন সম্পর্কে অবহিত করেন;
- পিতামাতা ও অভিভাবকদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সভা আয়োজন করেন;
- বিদ্যালয় এলাকার ব্যক্তিবর্গ ক্রীড়ানুষ্ঠান এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে সহযোগিতা চান;
- মেয়ে শিশুদের বিদ্যালয় উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয়।

৫. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

ক) **সহকর্মীদের পেশাগত উন্নয়নঃ**

- সহকর্মীদের সবল দিক এবং উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারেন;
- সহকর্মীদের পেশাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক সহায়তা করেন।

খ) উপস্থিতিঃ

- শিশুদের উপস্থিতির নির্ভুল রেকর্ড সংরক্ষণ করেন;
- শিশুদের বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির ধরন চিহ্নিত করতে পারেন;
- উপস্থিতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

গ) হিসাব সংরক্ষণঃ

- নির্ভুল আর্থিক বিষয়ে রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করেন;
- আর্থিক রেকর্ড সংরক্ষণ পদ্ধতি স্বচ্ছভাবে করেন;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা সুনিয়ন্ত্রিত।

২. শিখন-শেখানো

ক) শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনাঃ

- শ্রেণিকক্ষে শিশুরা কাজ করার জন্যে পর্যাপ্ত আলো বাতাস ব্যবস্থা আছে কি না নিশ্চত করেন;
- শিশুদের কাজ করার জন্য প্রতি বেঞ্চে যথেষ্ট জায়গা রয়েছে কিনা নিশ্চত করেন;
- শ্রেণিকক্ষ পরিচ্ছন্ন রাখেন;
- বিভিন্ন ধরনের কাজ করার উপোযোগী করে শ্রেণিকক্ষ সজ্জিত করেন;
- সকল শ্রেণিতে শিশুরা চকবোর্ডের লেখা দেখতে পারার ব্যবস্থা করেন।

খ) পাঠ পরিকল্পনাঃ

- শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বে শিক্ষক সংস্করণ/নির্দেশিকা/শিক্ষক সহায়িকা পড়ে থাকেন;
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বে প্রাসঙ্গিক শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ/তৈরি করে থাকেন;
- শিক্ষকগণ পাঠের শিখনফল জানেন;
- শিক্ষকের লিখিত পাঠ-পরিকল্পনা রয়েছে।

গ) পাঠ :

- শ্রেণি কার্যক্রমে শিশুরা সক্রিয়ভাবে জড়িত;
- পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু সহজবোধ্য করার জন্য শ্রেণিতে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা হয়;
- শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের শিখন-শেখানো কৌশল প্রয়োগ করেন;
- শিশুদের অনুশীলন করার জন্য পর্যাপ্ত কাজ দেওয়া হয়;
- শিশুরা শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করে;
- শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে ঘুরে ঘুরে শিশুদের কাজ দেখেন;
- শিক্ষক প্রতিটি শিশুকে প্রশ্ন করেন;
- প্রত্যেক শিশুর প্রতি শিক্ষক মনোযোগ দেন;
- অপারগ অথবা পিছিয়ে পড়া শিশুদের শিখন চাহিদা নিরূপণ করেন।

ঘ) শিশুর কাজঃ

- শিশুদের কাজ প্রদর্শন করা হয়;
- শিশুদের কাজ মূল্যায়ন করা হয়;
- শিশুদের খাতায় বিভিন্ন ধরনের কাজ দেয়া হয়।

ঙ) শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের প্রতিক্রিয়াঃ

- শিশুদের প্রতি শিক্ষকগণ বন্ধুভাবাপন্ন;
- সকল শিশুর প্রতি শিক্ষকগণ সমান দৃষ্টি দিয়ে থাকেন;

- শিক্ষক শিশুদের প্রশংসা করেন;
- শিক্ষক ফলাবর্তন (Feedback) দেন;
- শিক্ষক ছেলে-মেয়ের প্রতি সমান আচরণ করেন;
- শিশুদের দোষ-ত্রুটি বিষয়ে শিক্ষক সহানুভূতির সাথে দেখেন।

চ) সম্পদঃ

- শিক্ষা উন্নয়নে শিক্ষা সহায়ক শিক্ষক সংস্করণ, শিক্ষক সহায়িকা, নির্দেশিকা, উপকরণ, সম্পূরক পঠন সামগ্রী ও পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার ও সংরক্ষণ করেন;
- বিদ্যালয়ের স্থাবর অস্থাবর সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

অংশ-গ	শিক্ষকের অঙ্গীকারাবদ্ধ ও দায়বদ্ধ হওয়ার উপায়

১. শিক্ষকের ব্যক্তিগত অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতাঃ

- শিক্ষক হবেন সময়নিষ্ঠ;
- পেশাগত উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ নেন এবং গৃহীত প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে পাঠদান করেন;
- মাল্টিমিডিয়া ক্লাস গ্রহণে দক্ষতা অর্জন করেন;
- পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করেন;
- তিনি হবেন একজন পাঠক। সবরকম জ্ঞান অর্জনে সচেষ্ট থাকেন;
- পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সকলের সাথে মিলেমিশে কাজ করেন;
- সকলের অধিকার রক্ষা করেন।

২. শিক্ষকের প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসন কেন্দ্রিক অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতাঃ

- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেন;
- কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কর্মস্থল ত্যাগ করেন না এবং কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন না;
- যে কোন প্রকার ছুটির জন্য কর্তৃপক্ষকে জানান এবং ছুটি মঞ্জুর করেন;
- নিজের প্রয়োজন ও সুবিধা-অসুবিধার কথা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে জানান;
- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন।

৩. শিক্ষকের শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতাঃ

- সময়মত শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত হন এবং নির্ধারিত সময়ে শ্রেণি কার্যক্রম শেষ করেন;
- শিক্ষার্থীদের নামে সম্বোধন করেন;
- শিক্ষার্থীদের নাম, ঠিকানা ও অভিভাবকের মোবাইল নম্বর সংরক্ষণ করেন;
- পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া পাঠদান করেন না;
- শিক্ষার্থীদের পাঠে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন;
- শিখনফল অর্জিত হচ্ছে কি না তা মূল্যায়ন করেন;
- শিক্ষার্থীদের কারো প্রতি বিদ্বেষ এবং কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন না;
- মূল্যায়নকালে পক্ষপাতিত্ব করেন না;
- শিক্ষার্থীদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন;

- শিক্ষার্থীর সাথে অসদাচরণ করেন না এবং সকল শিক্ষার্থীকে সমান গুরুত্ব দেন;
- শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়নে সচেষ্ট থাকেন, তাদের মধ্যে প্রেষণা সৃষ্টি করেন;
- তাদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করেন।

৪. শিক্ষকের সহকর্মী কেন্দ্রিক অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতাঃ

- সিনিয়রদের সম্মান, জুনিয়রদের স্নেহ এবং সমবয়সীদের ভালোবাসা জানান;
- তাদের সঙ্গে ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করেন;
- শিক্ষণ-শিখন বিষয়ে পারদর্শিতা ও দক্ষতা অর্জনে তাদের পরামর্শ নেন;
- প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখেন;
- সকলের সুখে-দুঃখে সহমর্মিতা জানান এবং যথাসাধ্য সহযোগিতা করেন।

৫. শিক্ষকের সার্বিক অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতাঃ

আদর্শ শিক্ষকের সুনাম শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় বিদ্যমান থাকে এমনটি নয়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, নির্দেশনা এবং আদর্শ, স্থান-কাল-পাত্র, জাতি, ধর্ম ও বর্ণভেদের ঊর্ধ্বে উঠে মানবতার কল্যাণে বিস্তৃত হয়। শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন সম্পন্নকরণ, পেশাগত মূল্যবোধ ও নৈতিকতা অনুশীলন, সকল শিক্ষার্থীর সঙ্গে ব্যবহারে সমতাবিধান, একীভূতকরণ ও ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করবেন। তাঁর প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সময়মতো এবং নীতি মেনে পালন করবেন, পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য শিক্ষক পেশাগত দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, সহকর্মী, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি এবং অভিভাবকদের সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন করবেন। একইসাথে তিনি শিক্ষার্থীর ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেওয়ার পাশাপাশি তাদেরকে সহযোগিতা ও সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও প্রতিফলনমূলক অনুশীলনের মাধ্যমে সবসময় তার নিজের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে অঙ্গীকার প্রদর্শন করবেন এবং সচেষ্ট থাকবেন।

অধিবেশন ০৫	শিক্ষকতা পেশায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা

শিখনফল: অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিক্ষকতা পেশার প্রয়োজনীয় দক্ষতা শনাক্ত করতে পারবেন;

খ. শিক্ষকতা পেশার প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে পেশাগত জীবনে প্রয়োগ করতে পারবেন।

অংশ-ক	শিক্ষকতা পেশার প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ শনাক্তকরণ

সুন্দর বাচনিক দক্ষতা ও দৃষ্টি বিনিময়:

শিক্ষকের সুন্দর বাচনিক দক্ষতা ও শিক্ষার্থীদের সাথে সঠিক দৃষ্টি বিনিময় বা Eye Contact শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনেক শিক্ষকের উচ্চারণে আঞ্চলিকতার প্রভাব বা কোন মুদ্রাদোষ থাকে যা শিক্ষার্থীদের কাছে তার পাঠকে হাস্যরসে পরিণত করে। এর ফলে শ্রেণিকার্যক্রম ব্যাহত হয় এবং শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক শিখন ব্যাহত হয়। শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকের সঠিক Eye Contact-এর মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছে তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে। কাজেই শিক্ষার্থীর শ্রেণিকক্ষে মনোযোগিতা বা অমনোযোগিতা নির্ভর করে শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীদের সঠিক Eye Contact-এর ওপর। শিক্ষক যখন পড়াবেন বা যখন প্রশ্ন করবেন তখন অবশ্যই শিক্ষার্থীদের সাথে সঠিক Eye Contact-এর মাধ্যমে তা করতে হবে। কাজেই শিক্ষককে পেশাগত প্রশিক্ষণ ও অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে সুন্দর বাচনিক দক্ষতা ও সঠিক Eye Contact-এর কৌশলসমূহ রপ্ত করতে হবে।

নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন:

শিক্ষককে বিদ্যালয় ও সমাজে নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়। এসব দায়িত্ব পালনের জন্য দরকার নেতৃত্বের গুণাবলি। নেতার গুণাবলি অর্জন ব্যতীত বিদ্যালয় ও সমাজের জন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। শিক্ষকের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি প্রকাশিত না হলে বা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক নেতৃত্ব প্রদানে ব্যর্থ হলে শিক্ষার্থীদের আচরণেও বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পাবে। তাই শিক্ষককে হতে হবে আদর্শ নেতা। পেশাগত উন্নয়নের অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ও সহায়ক গ্রন্থাবলি পড়ার মাধ্যমে শিক্ষক তার নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে পারেন।

মূল্যায়ন দক্ষতা:

মূল্যায়নের সাহায্যে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও দক্ষতা বুঝা যায় তেমনি শিক্ষক কতটুকু সফলভাবে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করতে সক্ষম হয়েছেন তা মূল্যায়ন করা যায়। মূল্যায়নের বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ও কৌশল রয়েছে। শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি যাচাই নির্ভর করে শিক্ষকের মূল্যায়ন দক্ষতার ওপর। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়নের বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে স্বল্পসময়ে সার্বিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করে শ্রেণিপাঠের কার্যকারিতা যাচাই ও শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী শনাক্ত করে নিরাময়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মূল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সৃজনশীল পদ্ধতিতে সঠিকভাবে মূল্যায়নের জন্য জ্ঞানের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে ধারণা না থাকলে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। শিক্ষার অগ্রগতি পরিমাপের সাথে সাথে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ কতটুকু হয়েছে তা সুষ্ঠুভাবে নিরূপণ নির্ভর করে একজন শিক্ষক আধুনিক মূল্যায়ন পদ্ধতি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছেন কি না তার ওপর। তাই মূল্যায়নের দক্ষতা পেশাগত উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন দক্ষতাঃ

শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে আকর্ষণীয়, ফলপ্রসূ ও দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে শিক্ষককে প্রথমে পাঠের বিষয়বস্তু কতটুকু পড়াবেন, পাঠের উদ্দেশ্য কী হবে, শিক্ষার্থীরা কখন, কোথায় কীভাবে অংশগ্রহণ করবে, কত সময় ধরে পড়াবেন, পদ্ধতি ও কৌশল কী হবে, কী উপকরণ ব্যবহার করা হবে এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি কী হবে ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট করতে হয়। এভাবে একটি পিরিয়ডের উপযোগী পরিকল্পনা তৈরি করাকে পাঠ-পরিকল্পনা বলে। পাঠ-পরিকল্পনা তৈরির মাধ্যমে একটি পাঠের প্রতিটি ধাপ সম্পর্কে শিক্ষকের পূর্বধারণা ও পূর্বপ্রস্তুতি থাকে। ফলে শিখন-শেখানো কার্যাবলি সফলভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়। সঠিক পাঠ-পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, মূল্যায়নের মাধ্যমে পাঠের শিখনফল অর্জন এবং সময়ের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। বিক্ষিপ্ত শিখন থেকে শিক্ষার্থীদের দূরে রাখে ও পাঠকে আনন্দদায়ক ও হৃদয়গ্রাহী করে পাঠ-পরিকল্পনা। কাজেই পাঠ-পরিকল্পনা শিক্ষকগণের পেশাগত দায়িত্ব পালনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন দক্ষতা শিক্ষকগণের পেশাগত উন্নয়নে একটি অন্যতম উপাদান।

নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তি গ্রহণে ইতিবাচক মানসিকতাঃ

শিক্ষককে হতে হবে উদার। নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তি গ্রহণে ইতিবাচক মানসিকতা পোষণ করতে হবে। জ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিনিয়ত বিকশিত হচ্ছে, নতুন জ্ঞান তৈরি হচ্ছে, পুরাতন জ্ঞানের পরিমার্জন ও সংশোধন হচ্ছে। শিক্ষককে এসব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। শিক্ষার্থী ও সমাজ উপযোগী জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে তা প্রয়োগ করতে হবে। নতুন জ্ঞান ও ব্যবহারের কৌশল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করতে হবে। পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে একজন শিক্ষক শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, প্রযুক্তি উপকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা, শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বয় সাধন এবং শ্রেণিকক্ষে তার প্রয়োগ সম্পর্কিত নতুন নতুন তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করে নিজেকে যুগোপযোগী হিসেবে তৈরি করবেন।

পেশাগত নৈতিকতা ও মূল্যবোধঃ

পেশাগত উন্নয়নের অংশহিসেবে শিক্ষকগণ তাঁদের পেশা সম্পর্কিত নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অর্জন করেন। এর মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আদর্শ মূল্যবোধ সম্পন্ন আচরণ প্রদর্শন করতে ভূমিকা রাখে। নিজ বিদ্যালয়ের সহকর্মীদের সাথে কর্ম-সম্পর্ক ভালো রাখে। স্বেচ্ছাসেবায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। এছাড়াও বিদ্যালয় কমিউনিটির সাথে মিথষ্ক্রিয়া বৃদ্ধি পায় এবং বিদ্যালয়ের রূপকল্প (Vision), উদ্দেশ্য (Mission), সংস্কৃতি (Culture) ও নিয়ম-নীতি (Ethos) এর সাথে অভিযোজিত হওয়ার মানসিকতা তৈরি করে।

পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ার যোগ্যতা অর্জনঃ

এমন অনেক মানুষ আছে যারা যেকোন পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন না। ফলে অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। কিন্তু একজন আদর্শ শিক্ষক পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে নিজেকে এমনভাবে প্রস্তুত করবেন যেন যেকোন ধরনের পরিস্থিতিতে নিজেকে খুব সহজে মানিয়ে নিতে পারেন এবং যেকোন ধরনের পরিবর্তনে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেন।

সহকর্মীদের সাথে গঠনমূলক সম্পর্ক বজায় রাখার দক্ষতাঃ

সহকর্মীদের সাথে সম্পর্ক মূলত বিদ্যালয়ে শিখন পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত। শিখন পরিবেশ বিঘ্নিত হলে শিক্ষার্থীদের যথাযথ শিখন সম্ভব হয় না। তাছাড়া সহকর্মীদের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে পেশাগত উন্নয়ন করা যায়। কাজেই সহকর্মীদের সাথে ভালো ও গঠনমূলক সম্পর্ক বজায় রাখার দক্ষতা একজন শিক্ষকের জন্য অবশ্যই প্রয়োজন।

অংশ-খ	শিক্ষকতা পেশায় প্রয়োজনীয় দক্ষতার প্রয়োগ

শিক্ষকগণের ক্ষেত্রে পেশাগত দক্ষতা হলো অনুগত ও অর্জিত গুণাবলির সমষ্টি। একজন শিক্ষক অনুগতভাবে কিছু গুণ অর্জন করেন যা সংখ্যায় নগণ্য। অবশিষ্ট গুণ তাকে পেশার প্রয়োজনে বিভিন্ন কার্যাবলির মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। জন্মগতভাবে শিক্ষকের গুণাবলি অর্জন না করেও কেবল পেশার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রেখে কঠোর পরিশ্রম দ্বারা একজন আদর্শ শিক্ষকে পরিণত হওয়া যায়। শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন সাধন করতে হলে তার মধ্যে এমন কিছু গুণের সংযোজন করতে হবে যা দ্বারা শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের মানোন্নয়ন ঘটবে। প্রতিদিন অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে একইভাবে শ্রেণিপাঠ পরিচালনা করা কোন আদর্শ শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। এজন্য শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন প্রয়োজন। শিক্ষাবিদগণ শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন সাধনের জন্য বিভিন্ন দক্ষতার উন্নয়নকে চিহ্নিত করেছেন। এগুলোকেই শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের উপাদান হিসেবে বিবেচেনা করা হয়। শিক্ষকগণের পেশাগত উন্নয়নের বিভিন্ন উপাদান নিম্নের চিত্রে দেখানো হলো।

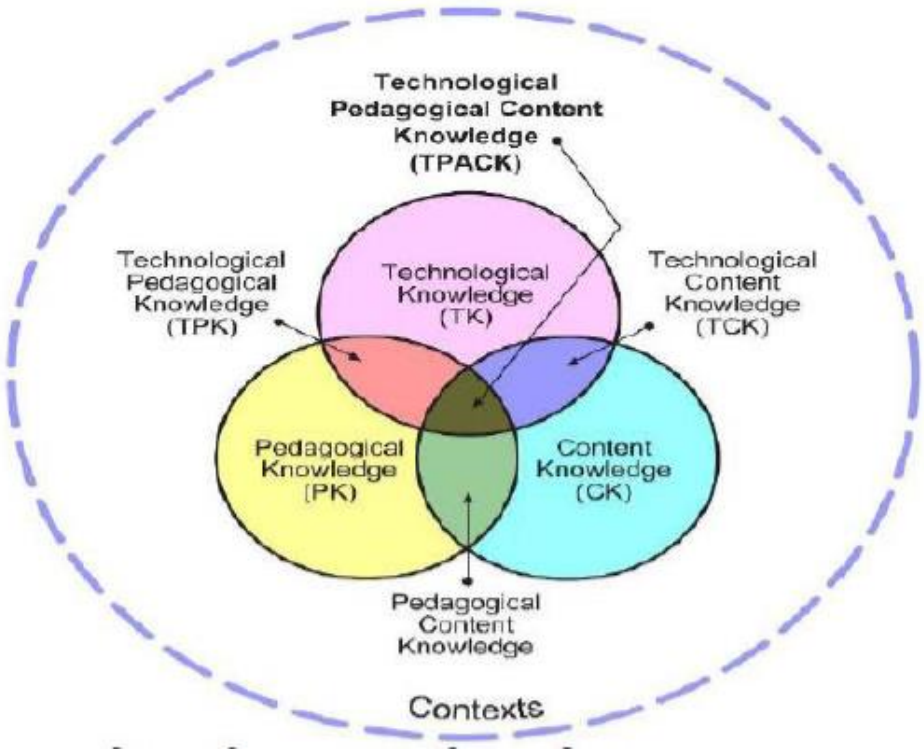

চিত্র ২: বিষয়জ্ঞান, পেডাগজি এবং প্রযুক্তির সমন্বয় দক্ষতা

TPACK মডেল হলো একটি প্রযুক্তিগত ইন্ট্রিগেশন ফ্রেমওয়ার্ক যেখানে একজন শিক্ষকের প্রযুক্তিগত, শিক্ষাবিদ্যা এবং বিষয়বস্তু জ্ঞানের সমন্বিত প্রকাশ ঘটে। উপরের চিত্র অনুযায়ী একজন শিক্ষকের অবশ্যই আলাদা আলাদা করে TK, PK ও CK থাকবে। পাশাপাশি একজন শিক্ষকের PK ও CK এর সমন্বয়ে PCK; PK ও TK এর সমন্বয়ে TPK; TK ও CK এর সমন্বয়ে TCK; এবং TK, PK ও CK এর সমন্বয়ে TPACK থাকবে যা তাঁকে আরো দক্ষ করে তুলবে।

বিষয়জ্ঞান, পেডাগজি এবং প্রযুক্তির সমন্বয় দক্ষতার প্রয়োজনীয়তাঃ

বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিক্ষককেই তার পঠিত বিষয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিদ্যালয়ে পাঠদান করতে হয়। তাই শিক্ষক হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত হলো বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান। তবে সব ভালো ছাত্র সবসময় ভালো শিক্ষক হয় না। এর কারণ বিষয়বস্তু উপস্থাপন দক্ষতার ঘাটতি। উপস্থাপন দক্ষতার অভাবের কারণে বিষয়জ্ঞান সম্পন্ন অনেক ভালো ছাত্রও অনেক সময় শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারে না। শ্রেণিপাঠদানে শিক্ষককে বিভিন্ন ধরনের কলাকৌশল প্রয়োগ করতে হয়। কারণ একটি শ্রেণিতে বিভিন্ন মেধার শিক্ষার্থী থাকে। শিক্ষার্থীদের আগ্রহের পার্থক্য থাকে, তাদের গ্রহণ কৌশলের ভিন্নতা থাকে। বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র থাকা সত্ত্বেও একজন শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের নিয়েই সফলভাবে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। ফলে শিক্ষককে তার বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যেন, সকল শিক্ষার্থীদের কাছে তা সমানভাবে গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে শিখনফল সঠিকভাবে অর্জিত হতে পারে। এর জন্য শিক্ষককে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি ও কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার এইসব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কৌশলই হল পেডাগজি। বিভিন্ন বিষয়ের আলোকে এই পদ্ধতি ও কৌশল বা পেডাগজি বিভিন্ন রকম। যেমন- গণিতের পেডাগজি ও ইংরেজির পেডাগজি এক হবে না। এজন্য প্রত্যেক শিক্ষককে তার বিষয় সংশ্লিষ্ট পেডাগজিতে দক্ষতা অর্জন করতে হয়। বর্তমানে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে পাঠের প্রতি আকৃষ্ট করার আরেকটি অন্যতম মাধ্যম হল আইসিটি। শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে সহজেই বিমূর্ত বিষয়কে মূর্তভাবে উপস্থাপন করা যায়। তবে এর জন্য প্রয়োজন বিষয়জ্ঞান, পেডাগজি ও আইসিটির সমন্বয় সাধনের। এই তিনটি বিষয় সমন্বয়ের মাধ্যমে একজন শিক্ষক আনন্দদায়ক পরিবেশে কার্যকর শিখন নিশ্চিত করতে পারেন। তাই বিষয়জ্ঞান, পেডাগজি ও আইসিটির সমন্বয় সাধনের দক্ষতা পেশাগত উন্নয়নের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

অধিবেশন ০৬	পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের উপায় ও সুযোগ

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের উপায় চিহ্নিত করাসহ তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিক্ষকগণের পেশাগত উন্নয়নে বিদ্যমান সুযোগ পর্যালোচনা করার মাধ্যমে নিজেদের পেশাগত উন্নয়নে আগ্রহী হবেন।

অংশ-ক	শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের উপায়

সাম্প্রতিককালে শিক্ষা ও শিখন ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গতি সাধন করে চলার প্রয়োজনে প্রতিটি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিখন-শেখানো কার্যাবলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দেশ, জাতি ও জাতীয় আদর্শের প্রতিফলন যেন শিশু কিশোর, তরুণদের আচার আচরণে প্রতিফলিত হতে পারে, দেশীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হয়ে তারা যেন দেশের সমৃদ্ধি ও গৌরব বাড়াতে পারে সেজন্য তাদের শিক্ষাদানে নিযুক্ত শিক্ষকগণের পূর্ণ প্রস্তুতির প্রয়োজন। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে পূর্বের ব্যাংকিং মেথড যেখানে শিক্ষক সকল জ্ঞানের আধার এবং তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাঁদের নিজস্ব পদ্ধতিতে জ্ঞান বিকাশে সহায়তা করতেন, যা এখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রহণযোগ্য নয়। বর্তমানে শিক্ষার্থীরা যে পদ্ধতিতে শিখতে চায়, যেভাবে শেখালে তাদের শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হবে শিক্ষক সেই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। এখানে শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হয় এবং শিক্ষক হবেন সহায়তাকারী (Facilitator)। নতুন জ্ঞান শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাদের পছন্দ অনুযায়ী নতুন পদ্ধতিতে পড়াতে হবে। তাই নবতর দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে শিক্ষকদের চিন্তা ও কর্মধারা পরিমার্জন করতে হবে। এর জন্য শিক্ষকদের বিভিন্ন পেশাগত উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করতে হবে। যেমন: প্রশিক্ষণ গ্রহণ, নিয়মিত অধ্যয়ন, ইন্টারনেট ব্যবহার, কর্মশালায় অংশগ্রহণ ও গবেষণা পরিচালনা ইত্যাদি।

১. পেশাগত প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণের জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও আচরণে পরিবর্তন সাধিত হয়। শিক্ষকের বিষয়ভিত্তিক ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ হতে পারে কার্যকর সোপান। আবার প্রশিক্ষণের মেয়াদের ভিত্তিতেও প্রশিক্ষণ বিভিন্ন রকমের হতে পারে। শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের উপায় হিসেবে চাকরিপূর্ব প্রশিক্ষণ, চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ ও ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন সবচেয়ে জনপ্রিয় ও কার্যকর উপায়।

প্রশিক্ষণের গুরুত্ব:

- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক হিসেবে নিজের সবল ও দুর্বল দিক শনাক্ত করতে পারেন;
- শিক্ষা, শিখন, শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের আধুনিক কলাকৌশলগুলো আয়ত্ত করতে পারবেন;
- সতীর্থ শিক্ষকগণের পাঠদান কলাকৌশল দেখে, শোনে, আয়ত্ত করে নিজেকে উন্নত করতে পারেন;
- অভিজ্ঞ ও দক্ষ সহযোগী শিক্ষকের শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করে তা থেকে শিক্ষা নিতে পারে;
- আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ দক্ষতা ও ইতিবাচক মনোভাব গঠনের অভ্যাস গড়ে উঠে;
- মুদ্রাদোষ চিহ্নিতকরণ ও তা পরিহারের সুযোগ ঘটে;
- ক্রমাগত আত্মমূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়;

- সর্বোপরি, নিজেকে একজন যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক ও তথ্যজ্ঞ ব্যক্তিতে পরিণত করার সুযোগ হয়।

পেশাগত দায়িত্ববোধ সৃষ্টি ও উন্নয়নের জন্য শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষকতাপূর্ব শিখনের ন্যায় শিক্ষকতাকালীন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা ও শিক্ষকদের জন্য আবশ্যক। শিক্ষকতাকালীন প্রশিক্ষণ ব্যতীত কোন শিক্ষকই চলমান দুনিয়ার নবতর চিন্তা ও কর্মধারার সাথে পরিচিত হওয়ার এবং সাম্প্রতিক ভাবধারায় উজ্জীবিত হওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারেন না। শিক্ষাবিদ মার্গারেট শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে শিক্ষকদের অবিরাম প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। তার ভাষায় To keep abreast of a changing world… প্রশিক্ষণের দ্বারা পেশা নবায়নের মাধ্যমে শিক্ষকগণ যেমন নিজেকে সজীব, প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে তেমনি নিজ পেশাকে যুযোপযোগী ভাবধারায় সঞ্জীবিত করার অবকাশ পান। শিক্ষার মান উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ এবং নিয়মিত মূল্যায়নের জন্য প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। পেশাগত উন্নয়নের জন্য ২ ধরনের প্রশিক্ষণ রয়েছে, যেমন:-

ক. চাকরিপূর্ব প্রশিক্ষণ এবং
খ. চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ

(ক) চাকরিপূর্ব প্রশিক্ষণঃ

চাকরিপূর্ব প্রশিক্ষণ হল পেশার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ। একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে নূন্যতম স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করার পর এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। প্রত্যেক পেশার মানুষের কিছু পেশাগত দায়িত্ব-কর্তব্য থাকে যা তাঁর পেশাগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। একইভাবে যাঁরা শিক্ষক, তাঁদের কিছু পেশাগত বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। যেমন, যিনি যে বিষয়ের শিক্ষক তার সে বিষয়ে গভীর জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। আবার শুধু জ্ঞান থাকলেই হবে না, তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। যে জ্ঞান ছড়িয়ে দিতে চাই, তার থেকেও তা কীভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে সেটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আবার জ্ঞান ছড়িয়ে দিলেই হবে না, যে বা যারা তা গ্রহণ করছে তারা আদৌ গ্রহণ করতে পারছে কিনা, পারলেও কতটা গ্রহণ করতে পারছে ইত্যাদিও দেখার বিষয়। আর তা সার্থকভাবে সম্পন্ন করতে হলে প্রয়োজন দক্ষতা, যোগ্যতা ও প্রায়োগিক জ্ঞান। শিক্ষকদের সে সকল দক্ষতা, যোগ্যতা ও প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জন এবং শিক্ষকগণের মধ্যে শিক্ষক সুলভ আচরণ তৈরি করার জন্য প্রয়োজন চাকুরি-পূর্ব প্রশিক্ষণ। অর্থাৎ দক্ষ শিক্ষক তৈরির জন্য উন্নতমানের শিক্ষক ও শিক্ষা কারিকুলাম, প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধাদি, শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কলাকৌশল, প্রযুক্তির ব্যবহার ও কারিকুলামের সঙ্গে মেলবন্ধন, তত্ত্বের কার্যকর প্রয়োগ তথা অনুশীলন, মূল্যায়ন এবং সর্বোপরি শিক্ষকতাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করার লক্ষ্যে মনোজগৎ তৈরির জন্য কাঠামোবদ্ধ বলয়ের মধ্যে প্রস্তুতির পূর্ব ধাপই হলো চাকরিপূর্ব প্রশিক্ষণ।

- **চাকুরিপূর্ব প্রশিক্ষণের গুরুত্বঃ** শিক্ষকতাকে যারা পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদের জন্যই চাকরিপূর্ব প্রশিক্ষণ। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ শিক্ষকতা পেশার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক দক্ষতাসমূহ অর্জন করতে পারেন। চাকরিপূর্ব প্রশিক্ষণের গুরুত্বসহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:
- **শিক্ষকসুলভ আচরণ তৈরিঃ** চাকরিপূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকসুলভ আচরণ তৈরি হয়। শিক্ষার্থীদের সাথে কীভাবে আচরণ করতে হবে, সহকর্মীদের সাথে সম্পর্ক কেমন হবে, অভিভাবকদের সাথে কীভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে, কী ধরনের পোশাক পরিধান করতে হবে, সমাজে কী ধরনের আচরণ করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে ভবিষ্যৎ শিক্ষকগণ পূর্ব ধারণা লাভ করেন চাকুরি-পূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে।

- **শিক্ষকতার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণঃ** যারা শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে আগ্রহী তাদের শিক্ষকতা পেশার বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য, বিদ্যালয় ও শ্রেণিকাজে শিক্ষকের ভূমিকা তথা শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয়ের উন্নয়নে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ সম্পন্ন হয় চাকুরি-পূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে।
- **শিক্ষা মনোবিজ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জনঃ** শিক্ষকের সাফল্য ও জনপ্রিয়তা নির্ভর করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে কতটুকু বুঝতে পারছেন, তাদের আচরণ কতটুকু ইতিবাচকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন, তাদের কতটুকু উদ্বুদ্ধ করতে পারছেন, তাদের মনোজগতকে কতটুকু উপলব্ধি করতে পারছেন ইত্যাদির ওপর। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকালীন আচরণ অনুশীলন করা এবং শিখন প্রক্রিয়াকে সেইভাবে চালিত করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা মনোবিজ্ঞান। শিক্ষা মনোবিজ্ঞান প্রয়োগমূলক বিজ্ঞান যেখানে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু শিখন-শেখানোর গতি-প্রকৃতি উপলব্ধি ও পুনর্গঠনের ধারণা, তত্ত্ব, সূত্র ও তথ্য দিয়ে সহায়তা করে। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে- শিশু, প্রেষণা, আবেগ, বুদ্ধিমত্তা, মিথষ্ক্রিয়া ইত্যাদি। শিক্ষকতাকে যারা ভবিষ্যৎ পেশা হিসেবে বেছে নিতে আগ্রহী তারা চাকরি-পূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার সাথে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের সমন্বয় সাধন করার দক্ষতা অর্জন করতে পারেন।
- **শিক্ষা ব্যবস্থার উপাদানগুলোর পারস্পরিক যোগসূত্র স্থাপনঃ** শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। কতগুলো উপাদানের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। উপাদানগুলো হলো- শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষাক্রম, বিদ্যালয়, পরিবেশ, পরিবার ইত্যাদি। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অর্জনের জন্য প্রয়োজন এগুলোর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন। শুধু একটি বা দুটি উপাদান দিয়ে কাঙ্খিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী, শিক্ষার্থী কোন ধরনের পরিবার ও পরিবেশ থেকে এসেছে, বিদ্যালয়ের চারপাশের পরিবেশ কী রকম ইত্যাদি সবকিছুর প্রতি গুরুত্ব দিয়ে একজন শিক্ষককে শিক্ষার্থীর প্রতি আচরণ করতে হয়। এর জন্য প্রয়োজন পূর্ব প্রস্তুতি। চাকুরি-পূর্ব প্রশিক্ষণকালীন তত্ত্বগত জ্ঞান অর্জন ও অনুশীলনের মাধ্যমে এই প্রস্তুতি নেওয়া যায়।
- **শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার দক্ষতা অর্জনঃ** চাকরি-পূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চাকুরিতে যোগদানের পূর্বেই শিক্ষকতা পেশায় যোগদানে আগ্রহী ব্যক্তিগণ শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার দক্ষতাসমূহ অর্জন করতে পারেন। যা পরবর্তীতে তার পেশার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে। শিক্ষকতা পেশায় যোগদানের জন্য পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে পাঠ পরিচালনা সংক্রান্ত দক্ষতা অর্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী একজন নবীন শিক্ষক ও শ্রেণিকক্ষের অনাকাঙ্খিত পরিবেশ সহজে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। পূর্ব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীদের মধ্যে খুব সহজেই বিভিন্ন মেধার শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণিপাঠে মনোযেগী রাখার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে পাঠকে আনন্দদায়ক করতে পারেন। পাঠের কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজন সঠিক মূল্যায়ন পদ্ধতি। পূর্ব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে খুব অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করে শিখনফল অর্জন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন।
- **নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জনঃ** শিক্ষকগণকে নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতা এই দু'টি গুণ খুব ভালোভাবে আয়ত্তে রাখতে হয়। এজন্য যারা শিক্ষকতাকে ভবিষ্যৎ পেশা হিসেবে বেছে নিতে আগ্রহী তাদের পূর্ব থেকেই নিয়মানুবর্তী ও সময়ানুবর্তী হতে হবে। চাকরিপূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে

নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণ নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন এবং চাকরিকালীন সময়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে তা ছড়িয়ে দিতে পারেন।

- **বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্যাবলি ও জাতীয় দিবস উদযাপনে পারদর্শিতা অর্জন:** বিদ্যালয়ের যেসব রুটিনমাফিক বা দৈনন্দিন কার্যাবলি রয়েছে সেগুলো পূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন অংশগ্রহণকারী অর্জন করেন যা একজন নবীন শিক্ষক হিসেবে তার দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে। বিদ্যালয়ে জাতীয় দিবস (যেমন- বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও পহেলা বৈশাখ) উদ্‌যাপন করতে হয়। জাতীয় দিবস ও অন্যান্য দিবস উদযাপন সম্পর্কে ভবিষ্যৎ শিক্ষকগণ চাকরিপূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পূর্ব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন।
- **বিদ্যালয়ের অনাকাঙ্খিত পরিবেশ মোকাবিলার প্রস্তুতি:** শিক্ষকগণকে যে কোনো পরিবেশে খাপ খাইয়ে চলার দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। তা নাহলে বিদ্যালয়ে সৃষ্ট বিভিন্ন রকম অনাকাঙ্খিত পরিবেশ মোকাবিলা করতে পারবেন না, ফলে বিভিন্নরকম বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য শিক্ষকগণকে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে। শিক্ষক এই প্রস্তুতি শুরু করতে পারেন চাকরি-পূর্ব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। চাকরিপূর্ব প্রশিক্ষণের পাঠদান অনুশীলন (Teaching Practice) এ সিমুলেশনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন যা তার পরবর্তী কর্মজীবনে সহায়তা করে।

(খ) চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ

চাকরিতে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে যে প্রশিক্ষণ তাই চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ। চাকুরিতে যোগদানের পর পেশাগত বিভিন্ন প্রয়োজনে শিক্ষকগণকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। যেমন- বিষয়ভিত্তিক, পেডাগজি (Pedagogy) বিষয়ক, আইসিটি বিষয়ক, প্রশাসনিক, যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এসব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে মূলত শিক্ষকগণকে যুগোপযোগী রাখার জন্য, নতুন শিক্ষাক্রমের সাথে শিক্ষককে পরিচিত করার জন্য, শিক্ষার পরিবর্তিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষককে অবহিত করার জন্য। চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক চাকরিপূর্ব প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা নতুনভাবে পরিমার্জন করে। শিক্ষাবিজ্ঞানের নতুন বিষয়বস্তু অর্জনের জন্য প্রয়োজন চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ।

- **চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য:** চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ শিক্ষকের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই সময় শিক্ষক শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থাকেন এবং নিয়মিত শিক্ষার্থীদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া সম্পন্ন করেন।। ফলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুধাবন করতে এবং নিজের দুর্বলতা খুঁজে বের করতে সক্ষম হন। ফলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণ ও নিজের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ শনাক্ত করে তাতে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন। চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকের নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হবার পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন সম্ভব হয়। চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের আরো কিছু ধরন আছে যা নিম্নরূপ: হলো-
    - চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ
    - স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ
    - নির্দিষ্ট বিষয় বা দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ

- **চাকরিকালীন প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য:** চাকরিকালীন সময়ে শিক্ষকতা পেশার দায়িত্বসমূহ সূচারুরূপে পালনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষকের উত্তরোত্তর দক্ষতা বৃদ্ধি। পেশা সংশ্লিষ্ট সকল নতুন পরিবর্তনের সাথে শিক্ষককে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নতুন চাহিদা পূরণের পদ্ধতি সম্পর্কেও তাঁকে জানতে হয় এবং এরজন্য প্রয়োজন চাকুরিতে কর্মরত থাকাকালীন প্রশিক্ষণ।
    - শিক্ষকগণের ধারাবাহিক পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করা;
    - একটি নির্দিষ্ট দক্ষতা বৃদ্ধি বা অর্জন করা;
    - শিক্ষকগণের পেশাগত জ্ঞান বা দক্ষতার ঘাটতি পূরণে সহায়তা করা;
    - শিক্ষকগণের আচরণে পরিবর্তন সাধন করা;
    - শিক্ষকগণের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া বৃদ্ধি করা;
    - পেশায় দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করা;
    - শিক্ষকগণের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি;
    - সকল বিদ্যালয়ে একই মানের শিক্ষক তৈরি করা;
    - Low-cost, No-cost উপকরণ তৈরির দক্ষতা অর্জন করা;
    - শিক্ষকগণের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করা;
    - শিক্ষকগণের দুর্বলতা চিহ্নিত করতে পারা;
    - শিক্ষকগণকে সাম্প্রতিক তথ্যসমৃদ্ধ করা।
- **বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রচলিত কিছু চাকরিকালীন প্রশিক্ষণ হলো:**
    - লিডারশীপ প্রশিক্ষণ
    - একাডেমিক সুপারভিশন প্রশিক্ষণ
    - বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ
    - পেডাগজি প্রশিক্ষণ
    - ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রণয়ন প্রশিক্ষণ
    - যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন প্রশিক্ষণ
    - একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ
    - অটিজম শীর্ষক প্রশিক্ষণ
    - শিক্ষাক্রম বিস্তরণ প্রশিক্ষণ
    - জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ
    - আইসিটি বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ
    - এডভান্সড আইসিটি প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি

২. আত্মবিশ্লেষণমূলক অনুশীলন

পেশাগত উন্নয়নের জন্য শিক্ষক আত্মবিশ্লেষণ করবেন এবং এর ফলে প্রাপ্ত ত্রুটি সংশোধনের মাধ্যমে পেশাগত উন্নয়নে কাজ করবেন। শিক্ষক আত্মবিশ্লেষণের জন্য নিজেকে নিম্নবর্ণিত প্রশ্ন করতে পারেন-

- আমি কি শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের পূর্বে যথাযথ পদ্ধতি গ্রহণ করি?
- আমি কি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীর চাহিদা, মেধা ও আগ্রহের প্রতি সচেতন থাকি?
- সকল শিক্ষার্থীর প্রতি আমার আচরণ কি সমান থাকে?
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রতি আমার মনোভাব কি সহানুভূতিশীল ও সহযোগিতাপূর্ণ?

- শিক্ষার্থীর কাজের প্রশংসার প্রতি আমি কি সচেতন থাকি?
- পেশাগত উন্নয়নের জন্য আমার প্রচেষ্টা রয়েছে কি?
- সহকর্মী ও শিক্ষার্থীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে আমি কি সচেষ্ট?
- সহপাঠক্রমিক কাজ পরিচালনায় আমার কি কোন ভূমিকা আছে?
- আমার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে আমি কি সচেষ্ট?

৩. কর্মসহায়ক গবেষণা

কর্মকে সহায়তা করার জন্য যে গবেষণা তাই কর্মসহায়ক গবেষণা। এটি শিক্ষকের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের একটি মাধ্যম হতে পারে। কর্মসহায়ক গবেষণায় গবেষক কোন বহিরাগত পর্যবেক্ষক নন। বরং তিনি ঐ কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে কর্ম-পদ্ধতির উন্নতি করার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ শিক্ষক নিজেই গবেষক। সমস্যার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার কারণে কর্মপদ্ধতির গভীরে প্রবেশ করে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করার চেষ্টা করেন। শিক্ষক বিদ্যালয়ে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন সেগুলো সমাধানের জন্য সমস্যা সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ও প্রয়োজনে বিদ্যালয়ের সহকর্মীদের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করে সমস্যার গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করেন। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উপকারের পাশাপাশি শিক্ষকগণের বিশ্লেষণাত্মক আচরণের বিকাশ ঘটে। শিক্ষক শিক্ষার্থী উপযোগী নতুন পদ্ধতি ও কৌশলের অবতারণ করতে সমর্থ হন, তার পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

৪. শিক্ষার্থী কর্তৃক মূল্যায়ন

বর্তমান আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক পন্থায় শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা নেই। বর্তমান ধারায় শিক্ষকের ভূমিকা হবে সহায়তাকারীর। শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিখনে সহায়তা করবেন। শিক্ষক কীভাবে পড়াবেন তার পরিবর্তে শিক্ষার্থী কীভাবে শিখতে চায় সেটাই মূখ্য বিষয়। এজন্য শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ। কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষকের আরো উন্নতি করতে হবে, শিক্ষার্থীরা কী চাচ্ছে, কীভাবে চাচ্ছে, কতটুকু চাচ্ছে ইত্যাদি জানা শিক্ষকের জন্য জরুরি। শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করে নিজেকে পরিবর্তিত, সংশোধিত ও শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে।

৫. সহকর্মীদের দ্বারা মূল্যায়ন ও ফিডব্যাক গ্রহণ

বিদ্যালয়ের সহকর্মী শিক্ষকগণের পারস্পারিক পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারেন। সহকর্মীদের দ্বারা ক্লাস পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাদের ফিডব্যাক সংগ্রহ করে সেই অনুযায়ী নিজেকে পরিবর্তন করতে পারেন। আবার অন্যের ক্লাস পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সেখান থেকে ভালো দিকগুলো শনাক্ত করে তা নিজের ক্লাসে প্রয়োগ করার মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা যায়।

৬. আত্মমূল্যায়ন

পেশাগত উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক শিক্ষককে নিজের কাজের বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্ব-মূল্যায়ন করা দরকার। এই কাজের জন্য একজন শিক্ষক প্রতিনিয়ত নিজের কাজের ভালো ও মন্দ দিক বিশ্লেষণ করে ভালো কাজের অনুশীলন ও মন্দ কাজ পরিহারের অভ্যাস করবেন। এর ফলে একজন শিক্ষক ধীরে ধীরে পেশাগত উন্নয়নের মাধ্যমে ভালো শিক্ষকে পরিণত হবেন।

৭. নিয়মিত অধ্যয়ন

পেশাগত উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক শিক্ষককে পাঠ্য-বিষয়ের পাশাপাশি নানাধরনের বই, জার্নাল, পত্রিকা, ইত্যাদি নিয়মিতভাবে পড়ার অভ্যাস করতে হবে। প্রতিদিন নিয়ম করে কিছু সময় অধ্যয়নে ব্যয় করলে ক্লাসের

প্রস্তুতি যেমন যথাযথ হবে। তেমনি শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপযোগী উদাহরণ উপস্থাপন করতে পারবেন। একজন শিক্ষক সারাজীবনের জন্য শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতার জন্য তাকে নানাধরনের বিষয় অধ্যয়ন করে জ্ঞান অর্জন করতে হয়।

৮. নিয়মিত ইন্টারনেট ব্রাউজিং

কম্পিউটার বা স্মার্ট ফোনে ইন্টারনেট ব্রাউজিং এখন শিক্ষকগণের পেশাগত উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। ইন্টারনেটে রয়েছে বিশাল তথ্যভান্ডার। ইন্টারনেট ব্যবহার করে শিক্ষক বিভিন্ন শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট থেকে শিক্ষার্থীদের মেধা ও সামর্থ অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করে তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিস্তরণ করার পাশাপাশি সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহ করে শিক্ষক নিজেকে আপডেট রাখতে পারেন।

অংশ-খ	শিক্ষ পেশাগত উন্নয়ন কৌশল এবং বিদ্যমান সুযোগ

পেশাগত উন্নয়ন বৃদ্ধির কৌশল-

- ধারাবাহিক পেশাগত প্রশিক্ষণ;
- পাঠ্যপুস্তক, সহায়ক গ্রন্থপাঠ ও অনুশীলন;
- পেশাগত সংগঠনের সদস্য হওয়া;
- নিয়মিত জার্নাল, নিউজ লেটার ও পত্রিকা পঠন;
- সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সিম্পোজিয়াম, বিতর্ক ও প্রদর্শনী আয়োজন এবং অংশগ্রহণ;
- শিক্ষামূলক ভ্রমণ, ইন্টারনেট ব্রাউজিং ইত্যাদি নিয়মিত করা;
- বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশগুলোর বিভিন্ন শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা।

প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের বিদ্যমান সুযোগ

যেভাবে করা যায়		বিদ্যমান সুযোগ	
▪ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির সাথে আলোচনা	:	বিশেষজ্ঞ পরামর্শ বা Mentoring, চাহিদাভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ, প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে পাক্ষিক সভা।	
▪ Face to face কর্মশালা	:	বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, চাহিদাভিত্তিক সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণ, একাডেমিক তত্ত্বাবধান, পাক্ষিক সভা, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ।	
▪ Online communities	:	শিক্ষক সহায়ক নেটওয়ার্কিং (TSN)।	
▪ পারস্পারিক সহায়তা	:	একাডেমিক তত্ত্বাবধান, পাক্ষিক সভা।	
▪ ব্যক্তিগত অধ্যয়ন বা স্ব-শিখন	:	প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ থেকে প্রকাশিত ও ব্যাক্তিগত সংগ্রহ।	
▪ কার্যোপযোগী গবেষণা	:	নিজ বিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করে।	
▪ সম্মিলিত গবেষণা	:	পাঠ সমীক্ষা (Lesson Study)।	
▪ কার্যক্রম পরিচালনা করা	:	শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা, বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পরিচালনা, চাহিদাভিত্তিক সাবক্লাস্টার প্রশিক্ষণ পরিচালনা।	
▪ লিখন অনুশীলন	:	পত্র-পত্রিকায় নিজ নামে প্রবন্ধ লেখা।	

অধিবেশন ০৭	শিক্ষকতা পেশায় সহমর্মিতা

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. পেশাগত দায়িত্বে সহমর্মিতার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. পেশাগত দায়িত্বে সহমর্মিতার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;

গ. পেশাগত দায়িত্বে সহমর্মিতার গুরুত্ব উপলব্ধিপূর্বক করণীয় চিহ্নিত করতে পারবেন।

অংশ-ক	শিক্ষকতা পেশায় সহমর্মিতার ধারণা

শিক্ষকগণের পেশাগত দায়িত্বে সহমর্মিতা হলো শিক্ষক-শিক্ষার্থীগণের সুখ-দুঃখ উপলব্ধি করা/একে অপরকে সহযোগিতা করা/বিপদে সাহায্য করা। পেশাগত দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষক, শিক্ষক-অভিভাবক ও শিক্ষক-কর্মকর্তাগণের বিপদে বা সংকটককালে একে অন্যের সুখ-দুঃখ উপলব্ধি করে দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করা। শিক্ষকতা পেশায় সহমর্মিতা ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

- শিক্ষক-শিক্ষার্থী পেশাগত সহমর্মিতা;
- শিক্ষক-শিক্ষক পেশাগত সহমর্মিতা;
- শিক্ষক-অভিভাবকদের মধ্যে পেশাগত সহমর্মিতা;
- শিক্ষক-কর্মকর্তাগণের মধ্যে পেশাগত সহমর্মিতা।

অংশ-খ	শিক্ষকতা পেশায় সহমর্মিতার গুরুত্ব

- পেশাগত দায়িত্ব স্বাচ্ছন্দে পালনের জন্য সহমর্মিতা অপরিহার্য;
- কাজের গুণগতমান বজায় রাখার জন্য;
- সুন্দর কর্ম-পরিবেশ বজায় রাখার জন্য;
- শিক্ষার গুণগতমান রক্ষায়;
- সময়মত কাজ সম্পন্ন করা;
- সম্পর্ক উন্নয়ন।

অংশ-গ	পেশাগত দায়িত্বে সহমর্মিতা অনুশীলনে করণীয়

পেশাগত উন্নয়নে একীভূত শিক্ষা বা অন্তর্ভুক্তিমূলক শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সহমর্মিতা প্রতিষ্ঠিত হয়। সকল শিক্ষক ও সকল শিশুর নিজ নিজ অধিকার ও প্রাপ্য সঠিকভাবে পালন করলে সহমর্মিতার নিশ্চিত হবে। পেশাগত দায়িত্ব পালনে সহমর্মিতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিখন পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে করণীয়সমূহ:

- সকল শ্রেণি পেশার শিশুর বা মানুষের অধিকার সম্পর্কে জানা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া;
- ছেলে-মেয়ে শিশুকে মানব শিশু হিসেবে মেনে নেয়া;
- বিদ্যালয়সহ পারিবারিক জীবনে বুলিং বন্ধ করা;
- শিক্ষকগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- নিয়মিত স্টাফ মিটিং করা;
- সহকর্মীগণের নিয়িমিত কুশলাদি জানা;
- সকলের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব বজায় রাখা।

অধিবেশন ০৮	শিক্ষকতায় পেশাগত মূল্যবোধ ও সম্পর্ক স্থাপন

শিখনফলঃ এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিক্ষকতায় পেশাগত মূল্যবোধের সাথে অর্জিত যোগ্যতা ও পারদর্শিতার সূচক বর্ণনা করতে পারবেন;

খ. শিক্ষকতা পেশায় সম্পর্ক স্থাপনের ধারণা ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

গ. শিক্ষার্থীর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের কৌশল নির্ধারণ করে তা প্রয়োগ করতে পারবেন।

অংশ-ক	শিক্ষকতায় পেশাগত মূল্যবোধ সম্পর্কিত অর্জিত যোগ্যতা ও পারদর্শিতার সূচক

পেশাগত মূল্যবোধ বলতে পেশাজীবীর দায়িত্ব-কর্তব্য ও কাজের আচরণ নির্দেশনাবলীর নীতিমালাকে বুঝায়। সমতার প্রতি অঙ্গীকার এবং চিন্তা অনুশীলন ও পেশাগত উন্নয়নের সাথে পেশাগত মূল্যবোধের সম্পর্ক রয়েছে। যেমন, প্রত্যেক শিশুর মধ্যে নিহিত সম্ভাবনার পূর্ণ মাত্রায় বিকাশের অধিকারসহ একীভূত শিক্ষা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সমতার প্রতি অঙ্গীকার, শিক্ষকের বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। একইভাবে, শিক্ষকগণ সমগ্র শিক্ষকতার জীবনে পেশাগত উন্নয়নের প্রতি এবং সক্রিয়ভাবে চিন্তা অনুশীলনের প্রতি অঙ্গীকার প্রদর্শন করে থাকেন।

পেশাগত মূল্যবোধ সম্পর্কিত শিক্ষক যোগ্যতাঃ

- শিশুর জ্ঞান ও দক্ষতা, আগ্রহ এবং সক্রিয়তা সম্পর্কে শিক্ষকের পরিপূর্ণ উপলব্ধি থাকা;
- লিঙ্গ, ধর্ম, জাতি, ভাষা, বর্ণ, দৈহিক অক্ষমতা অথবা আর্থ-সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে শিক্ষককে সকল শিশুর চাহিদা সঠিকভাবে এবং সমতার ভিত্তিতে পূরণে সামর্থ থাকা;
- প্রত্যেক শিশুর ব্যক্তিগত অবস্থা সম্পর্কে সজাগ থেকে প্রত্যেকের সাথে পেশাগত এবং ইতিবাচক সম্পর্ক রক্ষা করা;
- কৃষ্টিগত, ধর্মীয় এবং ভাষাগত পার্থক্যগুলোকে নেতিবাচক হিসাবে না নিয়ে বরং এ পার্থক্যকে শক্তি হিসাবে বিশ্বাস করা
- শিক্ষাদান দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এবং তা সময় সময় আধুনিকায়নের জন্য ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা;
- নিজেদের শিক্ষাদানের পারদর্শিতা এবং শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জন উন্নয়নের জন্য সক্রিয়ভাবে চিন্তা ভাবনা থাকা;
- শিক্ষাদানে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য সহকর্মী এবং পেশাজীবীদের পরামর্শ ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করা।

শিক্ষকের পেশাগত মূল্যবোধ অর্জনের পারদর্শিতার সূচকঃ

- শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সাথে ইতিবাচকভাবে মেলামেশা করেন এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থী সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করেন;
- প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে জানেন এবং সে জ্ঞান শিখনের সাথে সম্পর্কিত করে থাকেন;
- সামাজিক, কৃষ্টিগত, লৈঙ্গিক, ধর্মীয়, জাতীয়, ভাষাগত এবং আর্থিক অবস্থান নির্বিশেষে শিক্ষক সকল শিশুর প্রতি বৈষম্যহীন আচরণ করেন;
- প্রশিক্ষণসহ শিক্ষকদের পেশা উন্নয়নের বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে সচেতন থাকেন;
- বিভিন্ন জার্নাল ও পত্রিকায় লেখার মাধ্যমে শিক্ষকের পেশা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা উন্মেষ ঘটান যা প্রভাব প্রাত্যহিকভাবে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনাতেও থাকে;

- শিক্ষক যেকোন ইতিবাচক ফিডব্যাক গ্রহণ করে সে অনুসারে কাজ করে থাকেন।

অংশ-খ	শিক্ষকতা পেশায় পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের ধারণা ও যৌক্তিকতা

পেশাগত সম্পর্ক (Rapport building):

শিক্ষকতা পেশায় শিক্ষার্থীর আচরণিক উন্নয়নে শিক্ষকের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের সাথে যে অস্থায়ী সম্পর্ক তাকে এ পেশার পেশাগত সম্পর্ক বলে। শিক্ষার্থীর আচরণিক বিকাশে এই ব্যক্তিবর্গ স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক বহু সমস্যা নিয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের কাছে সমস্যা সমাধানের নিশ্চয়তা এবং মানসিক আশ্রয় প্রত্যাশা ও সাহায্য কামনা করে। এই প্রত্যাশায় সকলের মনেই স্বস্তি ও প্রশান্তি নিহিত থাকে। এই স্বস্তি ও প্রশান্তি রক্ষায় শিক্ষক শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়ন প্রত্যাশী ব্যক্তিবর্গের সাথে পেশার মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ড বজায় রেখে পেশাগত আচরণ করে। মূলত এই পেশাগত আচরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে শিক্ষকের পেশাগত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। নিচের চিত্রে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন আচরণিক দিক উন্নয়ন ও সমস্যা/চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যেসকল ব্যক্তিবর্গের সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন করে কাজ করেন তা দেখানো হয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষক পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পেশাগত মূল্যবোধ ও নৈতিক মানদণ্ডের আলোকে দায়িত্ব পালন করেন।

শিক্ষার্থীর আচরণিক দিক	শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক সমস্যা	শিক্ষার্থীর সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ
বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগিক ও মনোপেশিজ শিখন সম্পর্কিত আচরণ; সামাজিক আচরণ; মনো-সামাজিক আচরণ	শিক্ষার্থীর আচরণিক দিকের সমস্যা	▪ বাবা-মা; অভিভাবক ▪ প্রতিবেশি, বন্ধু ▪ খেলার সাথী ▪ অন্যান্য

সম্পর্ক স্থাপনের যৌক্তিকতা:

যে কোন পেশায় কর্মরত একজন কর্মীর বিভিন্ন অংশীজনের (stack holder) সাথে সম্পর্ক স্থাপন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক পেশায়ই পেশাগত সম্পর্কস্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকতা পেশাতেও এই সম্পর্ক স্থাপন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পেশাগত সম্পর্ক ব্যতীত শিক্ষার্থীর সকল আচরণের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। শুধু বিদালয় পরিবেশেই শিক্ষার্থীর সকল আচরণ বিকশিত হয় না। শিক্ষার্থীর আচরণ উন্নয়নে যেমন পরিবার, বিদ্যালয়, কমিউনিটিসহ সামাজিকীকরণের নানা উপাদান ও পরিবেশ জড়িত। বিভিন্ন ব্যক্তি (যেমন- বিদ্যালয়, প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শ্রেণির সাথী, খেলার সাথী, বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মচারী, বাবা, মা, অভিভাবক, প্রতিবেশি এসএমসি প্রতিনিধি, উন্নয়ন কর্মী) ও অনুষ্ঠান যেমন- অভিভাবক বা মা সমাবেশ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড এবং প্রতিযোগিতা) শিক্ষার্থীর শিখন আচরণ উন্নয়নে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং এসব কর্মকান্ডে নানাভাবে মিথষ্ক্রিয়া করতে হয় যা তাদের পেশাগত মূল্যবোধ ও পেশাগত নীতিমালা অনুসরণ করে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। পেশাগত সম্পর্কস্থাপনের মধ্যদিয়ে পেশাদার প্রতিনিধি হিসেবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের সাথে একটি দায়িত্ববন্ধনের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এই সম্পর্ক বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের উন্নয়নে সহযোগিতামূলক পরিবেশের সৃষ্টি করে যা টেকসই হয়। শিক্ষকের এই সম্পর্ক উন্নয়ন দক্ষতা

বিদ্যালয়ের সকল অংশীজনকে বিদ্যালয়ের সকল কর্মকান্ডে একটি বিশেষ অনুভূতির সৃষ্টি করে যা 'আমরা অনুভূতি (we feeling)' বলা হয়।

অংশ-গ	শিক্ষার্থীর সাথে শিক্ষকের পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের কৌশল

শিক্ষকের রয়েছে কতগুলো পেশাগত মানদণ্ড এবং মূল্যবোধ। যা পূর্বের অধিবেশনে জেনেছেন এবং অনুশীলন করেছেন। এই মানদণ্ড ও মূল্যবোধের আলোকে প্রত্যেক শিক্ষক তাদের পেশাগত কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া শিক্ষক পেশাগত দক্ষতা প্রয়োগ করে দায়িত্ব পালনের মধ্যদিয়ে সকল কর্মকান্ডে অঙ্গীকারাবদ্ধ হন। সুতরাং শিক্ষার্থীর আচরণিক বিকাশ ও উন্নয়নে শিক্ষককে সর্বদাই সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় এবং এই পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনে তাদেরকে কতগুলো কৌশল অবলম্বন করতে হয়। এই কৌশলগুলো হলো-

- বিদ্যালয়ে প্রথমদিনে শিক্ষার্থীকে সাদরে গ্রহণ করা এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে পরিচিতি করানো;
- শিক্ষার্থীর নাম জানা এবং নাম ধরে ডাকা;
- শিক্ষার্থীর আগ্রহ, শখ ও প্রত্যাশা জানা এবং প্রোফাইল রেকর্ডে সংরক্ষণ করা;
- শিক্ষার্থীর বিভিন্ন ক্ষেত্রভিত্তিক আচরণ পর্যবেক্ষণ করা এবং রেকর্ড সংরক্ষণ করা;
- শিক্ষার্থীর আচারণিক বিষয়ে শিক্ষার্থীর পিতা-মাতা বা অভিভাবকের নিকট ইতিবাচক ধারণা দেয়া;
- শিক্ষার্থী শিক্ষকের নিকট স্বাতন্ত্র্য ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই অনুভূতি ও আবেগ প্রকাশ করা;
- শিক্ষার্থীর নিকট শিক্ষক অত্যন্ত সহজ এবং বন্ধু, নিরাপদ, ভয়হীন, পক্ষপাতহীন, সব কথা বলা যায় এমন আবেগ প্রকাশ করা;
- শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের বক্তব্য, কোনো সমস্যা ধৈর্য্য সহকারে শ্রবণ করার ক্ষমতা প্রকাশ, সহিষ্ণু, সহানুভূতিশীল অনুভূতি প্রকাশ ও প্রয়োগ করা;
- শিক্ষার্থী বা অভিভাবকের আচরণ বিষয়ে কোনো নিন্দাসূচক মন্তব্য, বিচারসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ না করা;
- শিক্ষকের সকল সহায়তার ক্ষেত্রে উদার ও আন্তরিকতার প্রকাশ থাকতে হবে। শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক অনেক ক্ষেত্রে তাদের মনের ইচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ ও সিদ্ধান্তের রূপরেখা শিক্ষকের নিকট উপস্থাপন করতে চাইতে পারে সে ক্ষেত্রে কোনরূপ আদেশ সম্বলিত নির্দেশ প্রদান না করা;
- শিক্ষার্থীর অনেক নেতিবাচক আচরণ, সমস্যা এবং গোপনীয় তথ্য শিক্ষক জানতে পারেন যা কখনো অন্যের কাছে প্রকাশ না করা;
- শিক্ষক সর্বদাই শিক্ষার্থীর মঙ্গল চান, সে যা হতে চায় তাকে এ বিষয়ে সচেতন করা এবং উদ্বুদ্ধ করা;
- শিক্ষার্থীর ভালো দিকগুলো পরিবারের সদস্যের সাথে সাক্ষাতে বলা;
- শ্রেণি কার্যক্রম শুরুর পূর্বে শ্রেণিতে যাওয়া এবং শ্রেণি কার্যক্রম শেষে সকলের সাথে আগামী ক্লাশে দেখা হবে বলে বিদায় নেয়া;
- শিক্ষার্থী যাতে তার বিভিন্নমুখী অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে এমন পরিবেশ সৃষ্টি নিশ্চিত করা;
- শিক্ষার্থীর আবেগ, অনুভূতি এবং সমস্যা প্রকাশের সময় শিক্ষকের আবেগ সংযত রাখা;
- শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর চমৎকার সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হলো পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানে সর্বদাই তাকে মনেপ্রাণে গ্রহণ এবং বিশ্বাসস্থাপন করা;

- সমস্যাগ্রস্ত শিক্ষার্থীর সাথে সর্বদাই যোগাযোগ রাখা। শিক্ষার্থীদের সাথে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে ও খেলাধুলায় শিক্ষকের অংশগ্রহণ;
- শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের আচরণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা এবং সর্বদাই হাসিমুখে পারস্পরিক আচরণ করা।

অধিবেশন ০৯	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং শিষ্টাচার ও নৈতিকতা

শিখনফলঃ এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের ধারণা প্রাপ্ত হয়ে তা চর্চা করতে পারবেন;

খ. শিষ্টাচার ও নৈতিকতার ধারণা, শিষ্টাচার ও নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা ও ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন;

গ. শিষ্টাচারও নৈতিকতার প্রাপ্ত ধারণা অনুযায়ী আচরণ অনুশীলন করতে পারবেন।

অংশ-ক	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের ধারণা এবং এর চর্চা

শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তি পর্যায়ে এর অর্থ হলো কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা, তথা চরিত্রনিষ্ঠা। এখানে শুদ্ধাচারের এই অর্থটিকেই গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক উভয় পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি। রাষ্ট্রীয় আইনকানুন ও অন্যান্য নিয়মনীতি ও দর্শন এমনভাবে প্রণীত ও অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন যাতে এগুলো শুদ্ধাচারী জীবন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়।

শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনই পরিবার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ ও এনজিও এবং শিল্প ও বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সাকুল্যে অরাষ্ট্রীয় হিসেবে চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকাও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

রাষ্ট্রের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিপালন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য কৌশল। কিন্তু কেবল আইন প্রয়োগ ও শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে একটি আন্দোলন গড়ে তোলা, যাতে নাগরিকগণ চরিত্রনিষ্ঠ হয়, রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিমালিকানাধীন ও সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা পায়।

রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আইনকানুন ও বিধিবিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ, তাদের পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি এসব প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত এবং তাদের সঙ্গে সশ্লিষ্ট সকলের চরিত্রনিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীতব্য কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। যা 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কৌশল হিসেবে বিবেচিত।

তবে বর্তমানে এসব কার্যক্রম ও সংস্কার- উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও এগুলোর একটি সম্মিলিতরূপ প্রদানের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। এই কৌশলটিতে সে উদ্যোগই নেওয়া হয়েছে। চিহ্নিত সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তাদের কৃত্য, কৃতি, বিবর্তন, বর্তমান অবস্থা ও তাদের চ্যালেঞ্জ তুলে ধরা হয়েছে এবং প্রত্যেকের জন্য আলাদা কর্মপরিকল্পনা বিধৃত হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নকাল হিসেবে স্বল্পমেয়াদ (এক বছরের মধ্যে), মধ্যমেয়াদ (তিন বছরের মধ্যে) এবং দীর্ঘমেয়াদ (পাঁচ বছরের মধ্যে) চিহ্নিতকরা হয়েছে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানগুচ্ছের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ছকে কার্যক্রম (Intervention) চিহ্নিত করা হয়েছেঃ

ক্রমিক	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	সময়	দায়িত্ব	সহায়তাকারী

মূলত জনপ্রশাসনের মাধ্যমেই কৌশলটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। শুদ্ধাচার কৌশলটি বাস্তবায়নের জন্য একটি জাতীয় শুদ্ধাচার উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদের কয়েকজন সদস্য, কয়েকজন আইনপ্রণেতা, সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, কয়েকটি মন্ত্রণালয়ের সচিব, এনজিও ও সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম এবং ব্যক্তিখাতের শিল্প বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন প্রতিনিধি উপদেষ্টা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত। সুশীল সমাজ, শিল্প ও বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গণমাধ্যমের সদস্যগণ পরিষদে সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন। এই উপদেষ্টা পরিষদ বছরে অন্ততপক্ষে দু'বার সভায় মিলিত হয়ে এবং শুদ্ধাচার বিকেন্দ্রীকৃতভাবে বাস্তবায়িত হবে। এতে চিহ্নিত দায়িত্বপালনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে এবং সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাতে সহায়তা প্রদান করছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয়ে নৈতিকতা কমিটি ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তারা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধাচার ও দুর্নীতি দমন কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ করছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এই প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সচিবালয় হিসেবে কাজ করছে এবং সার্বিকভাবে সকল কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করছে। দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচারকে স্বীকৃতি প্রদান ও উৎসাহিতকরণের জন্য শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে। সেই লক্ষ্যে নির্বাহী বিভাগ, ব্যবসায় খাত ও সুশীল সমাজে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে যারা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবেন তাদের জন্য সরকার বার্ষিক পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে।

অংশ-খ	শিষ্টাচার ও নৈতিকতার ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা এবং ক্ষেত্রসমূহ

শিষ্টাচার ও নৈতিকতার ধারণাঃ

মূলত ভদ্র ও মার্জিত আচরণই শিষ্টাচার। একজন ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তির আচার ব্যবহার, কথা বার্তা, চাল-চলন ও কাজকর্মে যে মিষ্টতা, নম্রতা ও মার্জিত রুচির প্রকাশ পায় তার সমষ্টিগত অবস্থাকে এক কথায় আদব-কায়দা বা শিষ্টাচার বলা হয়। শিষ্টাচারের আর একটি দিক হচ্ছে আমি যে ধরণের আচরণ অন্যের কাছে প্রত্যাশা করি, আমারও উচিৎ সে ধরনের আচরণ অন্যের সাথে করা। আচরণে ভদ্রতা ও সুরুচিবোধের যৌক্তিক মিলনের নাম শিষ্টাচার। শিষ্টাচার মনের সৌন্দর্যের বাহ্যিক প্রকাশ। মানুষের মার্জিততম প্রকাশ ঘটে সৌন্দর্যবোধের মাধ্যমে। যে মানুষ যত বেশি শিষ্ট তার জনপ্রিয়তা তত বেশি। আর এই শিষ্টতা তার চরিত্রকে করে আকর্ষণীয়। অন্তর্গত মহত্ব মানুষকে উদার করে। আর সেই উদারতা ব্যক্তিকে রূঢ় করে না, তাকে শিষ্ট আর ভদ্র হতে শেখায়। মানুষের মাঝে এই মহত্বের পরিশীলিত প্রকাশই শিষ্টতা।

নৈতিকতা নীতি শব্দ হতে উদ্ভব হয়েছে। নীতি অর্থ কোন সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক নির্ধারিত আইন বা নিয়ম কানুন। নৈতিকতার সাধারণ অর্থ সততা বা ন্যায়পরায়নতা। অর্থাৎ সততা, নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাবোধ এর সমন্বিত গুণটির নাম হচ্ছে নৈতিকতা। প্রশাসক বা কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারির সততা, ন্যায়পরায়নতা, মানবিক মূল্যবোধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি তার কর্তব্যবোধ ইত্যাদি নৈতিকতার অন্তর্ভুক্ত।

একটি কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রে প্রশাসন যন্ত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে রুচিসম্মত আচরণকে আমরা প্রশাসনিক শিষ্টাচার বলতে পারি। প্রশাসনে শিষ্টাচারকে Two way traffic বলা যায়। অধঃস্তন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা, সম্মান ইত্যাদি পেতে হলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকেও কিছু গুণাবলির অধিকারী হতে হবে। যেমন-

বুদ্ধিমত্তা, উত্তম মানের স্মৃতিশক্তি, বাগ্মিতা, দৃঢ়তা, ন্যায়পরায়নতা, উচ্ছল ও প্রানবন্ত, ধৈর্য, বিনয় এবং হিংসা ও সংকীর্ণতা পরিহার ইত্যাদি। প্রশাসনে শিষ্টাচার তথা নৈতিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য নিম্নবর্ণিত গুণাবলি থাকা আবশ্যক।

ক. সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করা;
খ. বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করা;
গ. ন্যায়পরায়ন হওয়া;
ঘ. জ্ঞানী গুণীর সাহচর্য লাভ করা;
ঙ. গঠনমূলক সমালোচনার প্রতি সহনশীল হওয়া;
চ. অস্থিরতা পরিহার করা।

প্রশাসনে নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা:

প্রশাসন পরিচালনার জন্য আইন-কানুন, বিধি-বিধান থাকা সত্বেও নৈতিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আইনসম্মত বিধি-বিধান প্রশাসনিক নৈতিকতার সীমা নির্দেশ করে দেয়। যা প্রকৃত অর্থে প্রশাসনিক অঙ্গনে নৈতিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে। তা ছাড়া আইন-কানুনের বাইরেও সচেতন কর্ম প্রচেষ্টা নৈতিক মূল্যবোধর জন্ম দেয়। যা প্রশাসনে খুব জরুরি। কারণ নৈতিকতার গুণে-

ক. অফিসের সুনাম বজায় থাকে;
খ. দায়িত্ব পালন যথাযথ হয়;
গ. আদেশ ও নিষেধের প্রতি যত্নবান হওয়া যায়;
ঘ. উর্ধ্বতনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং অধঃস্তনের প্রতি ক্ষমাশীলতা ও সহমর্মীতাবোধ জাগ্রত করে;
ঙ. অফিসের কাজের গোপনীয়তা বজায় রাখা যায়;
চ. রাষ্ট্র ও সরকার বিরোধী কাজ হতে বিরত থাকা যায়;
ছ. দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া যায়;
জ. জনগণের ভালবাসা পাওয়া যায়;
ঝ. সর্বোপরি একজন সরকারী কর্মচারীর নৈতিকতা বজায় রাখার মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারেন।

শিষ্টাচারের ব্যপ্তি বা ক্ষেত্র:

ক. দাপ্তরিক শিষ্টাচার: একজন কর্মকর্তার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে তার শিষ্টাচারও নৈতিকতার ওপর। এরা ব্যবস্থাপনায় দক্ষ হন। এদের অধিনস্তরা হয় খুবই আন্তরিক ও সুশৃংখল। তাই দাপ্তরিক কাজে শিষ্টাচারএকটি অত্যাবশ্যকীয় গুণ।

খ. সামাজিক শিষ্টাচার: সমাজে ছোট-বড়, ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের লোকের বসবাস। পরস্পরের দেখা সাক্ষাতে কুশল বিনিময় ও যুক্তিপূর্ণ আচরণ, সমাজে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সম্মান ও ভালবাসার মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায় এবং নিজ নিজ অবস্থান সুদৃঢ় হয়।

গ. কথাবার্তায় শিষ্টাচার: একজন দক্ষ প্রশাসকের অপ্রয়োজনীয় কথা বর্জন করা খুবই জরুরি। উচ্চারণ পরিস্কার, বাচনভঙ্গি সুন্দর ও আকর্ষণীয় হতে হবে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা/কর্মচারীর কথায় ভুল ধরা বা অধস্তন কর্মচারীদের কথায় ত্রুটি আবিস্কার করা শিষ্টাচার বিরোধী।

ঘ. ভ্রমণকালীন শিষ্টাচার: ভ্রমণকালে কাউকে আসন থেকে তুলে দিয়ে নিজে আসন গ্রহণ শিষ্টাচার পরিপন্থী। অবশ্য অধস্তন কর্মচারী/কর্মকর্তা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সম্মানে আসন ছেড়ে দিলে সে আসনে বসতে দোষ নেই।

ঙ. টেলিফোন শিষ্টাচার: টেলিফোন করা এবং রিসিভ করার ক্ষেত্রেও শিষ্টাচার রয়েছে। এ উভয় ক্ষেত্রেই প্রথমে সালাম দিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে কথা বলতে হয়। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ফোন এলে বা তাঁর নিকট ফোন করলে তিনি যতক্ষণ লাইন বিচ্ছিন্ন না করেন ততক্ষণ ফোন না রাখাই শিষ্টাচারের অংশ।

চ. পত্র লিখনে শিষ্টাচার: উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র লেখার ক্ষেত্রে যথাযথ সম্মান ও বিনয় প্রকাশ করতে হয়। বক্তব্য সুস্পষ্ট ও স্ব-ব্যাখ্যায়িত হওয়া বাঞ্ছণীয়।

ছ. অনুষ্ঠানাদিতে শিষ্টাচার: এগিয়ে গিয়ে সবার সঙ্গে নিজের পদবিসহ নাম বলে সৌজন্য বিনিময়, পরিচয় ও আলাপ করা চমৎকার ব্যক্তিত্বের লক্ষণ। স্ব স্ব পদমর্যাদা সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে এবং সেভাবে উর্ধ্বতন, বয়স্ক ও অধঃস্তন কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করতে হবে। প্রধান অতিথি আসন গ্রহণের পর আসন গ্রহণ এবং খাবার গ্রহণের পর খাবার গ্রহণ করতে হবে। কোন দম্পতিকে পরিচয় করিয়ে দিতে হলে প্রথমে স্ত্রীকে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

জ. পোশাক পরিচ্ছদে শিষ্টাচার: অফিস আদালতে এবং অনুষ্ঠানাদিতে যোগদানকালে সকল কর্মচারীর পোশাক সংক্রান্ত বিধিমালা অনুসরণ শিষ্টাচারের অঙ্গ। সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদের পেশাগত ও বানিজ্যিক মূল্য ছাড়াও যথেষ্ট সামাজিক মূল্য রয়েছে। এটি একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বাড়িয়ে তোলে। পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন, পোশাক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত হতে হবে। সরকারি পোশাক দুই ধরনের:-

১। আনুষ্ঠানিক সরকারি পোশাক

- পায়জামা, আচকানসহ পাঞ্জাবী/শেরওয়ানী, মোজাসহ জুতা;
- টাইসহ স্যুট, মোজাসহ জুতা;
- মহিলাদের শাড়ী।

২। নৈমিত্তিক সরকারি পোশাক

- সাফারি স্যুট (অর্ধ/পুরো হাত) অথবা ট্রাউজার ও বুশ শার্ট (অর্ধ/পুরো হাত) অথবা ট্রাউজার ও ট্রাউজারের ভিতরে গুটানো শার্ট (অর্ধ/পুরো হাত) অথবা কমবিনেশন স্যুট অথবা শেরওয়ানীর সাথে পায়জামা বা ট্রাউজার;
- কেবলমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ও ক্রীড়া সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে পোশাক বিধি শিথিলযোগ্য।

পোশাক সম্পর্কে যা বর্জনীয়:

- চপ্পল, স্যান্ডেল বা মোজা ছাড়া জুতা পরা;
- পায়জামা-পাঞ্জাবী পরা (আচকান পরা যেতে পারে);
- খেয়াল খুশিমত রংয়ের পোশাক পরা;
- ফুলহাতা শার্টের আস্তিন গুটানো;
- শার্টের উপরের দিকে বোতাম খোলা রাখা;
- অপরিচ্ছন্ন, দুমরানো- মুচরানো পোশাক পরা।

ঝ. প্রশাসনিক শিষ্টাচার:

- অফিসে সময়মত উপস্থিত হওয়া;
- সভা, প্রশিক্ষণ বা শ্রেণিকক্ষে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাতের সময় মোবাইল ফোন সাইলেন্ট/বন্ধ রাখা;

- বস অফিস ত্যাগ না করা পর্যন্ত অফিসে থাকা এবং জরুরি প্রয়োজনে আবশ্যক হলে অনুমতি সাপেক্ষে অফিস ত্যাগ করা;
- উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বক্তব্যের বিরোধিতা না করে বিনয়ের সঙ্গে বলা যায় 'আমিও আপনার সাথে একমত তবে আমার মনে হয় বিষয়টি.....';
- বস বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার দোষত্রুটি সম্পর্কে অন্যের সঙ্গে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকা;
- বস বা উর্ধ্বতনদের সঙ্গে অপ্রয়োজনে সাক্ষাৎ করা হতে বিরত থাকা। তবে সৌজন্য সাক্ষাৎ ভদ্রতা;
- বস বা সিনিয়র কর্মকর্তা রুমে বা সভাস্থলে আগমনের সময় দাড়িঁয়ে সম্মান প্রদর্শন এবং বিদায়ের সময় এগিয়ে দেয়া;
- কোন সভায় সভাপতির অনুমতি ছাড়া কথা না বলা। পাশের জনের সাথে কথা না বলা;
- জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বা মহিলাদের সম্মান জানানো এবং তাদের দাঁড়িয়ে রেখে নিজে না বসা;
- নিজের আচরণ ও পোশাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে সচেতন থাকা;
- সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের প্রবণতা এবং অন্যের কৃতিত্ব অবৈধভাবে গ্রহণ করার প্রবণতা পরিহার করা;
- না বলার কৌশল (আর্ট) জানা এবং আবশ্যক ক্ষেত্রে দৃঢ়তার সাথে অসম্মতি জ্ঞাপন করা;
- নিজের যোগ্যতা জাহির করার জন্য অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করা থেকে বিরত থাকা;
- অধঃস্তনদের উদ্যোগে বাধা না দিয়ে সঠিকভাবে তা পরিচালনা করা উচিৎ;
- নিজের কাজের প্রচার না করে নীরবে কাজ করে যান;
- উচ্চস্বরে কথা বলবেন না, তা শিষ্টাচার বিরুদ্ধ;
- দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী মনে করা থেকে বিরত থাকা;
- অন্যের সামান্যতম সাহায্য ও সহযোগিতা সৌজন্য প্রদর্শনের জবাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা;
- হঠাৎ উত্তেজিত হওয়া থেকে বিরত থাকা। উত্তেজিত হলে মানুষ অসঙ্গতিপূর্ণ ও অশালীন কথাবার্তা বলে যা ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করে।

শিষ্টাচার ও নৈতিকতা একটি আপেক্ষিক বিষয়। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে এর পরবর্তী বিকাশ নির্ভর করে। সৎ চরিত্রবান ব্যক্তি সমাজ ও জাতীয় জীবনে বিশেষ অবদান রাখতে পারে। অশিক্ষা, কুশিক্ষা শিষ্টাচারের অন্তরায়, যা প্রতিনিয়ত মানবিক মূল্যবোধ ধ্বংস করে সমাজকে করে তুলতে পারে নিঃস্ব রিক্ত সর্বশান্ত। এ থেকে পরিত্রান পেতে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে সুস্থতা ও সমৃদ্ধি অর্জনে আমাদের শিষ্টাচারের চর্চা করা উচিৎ।

অধিবেশন ১০	জরুরি পরিস্থিতিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রম

শিখনফলঃ এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

- জরুরি পরিস্থিতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে বিকল্প উপায়ে পাঠ পরিচালনার সম্ভাব্য বিকল্প কৌশলসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।

অংশ-ক	জরুরি পরিস্থিতির ধারণা

জরুরি অবস্থা হলো এমন একটি বিশেষ পরিস্থিতি বা অবস্থা, যখন একটি দেশ বা নির্দিষ্ট এলাকা কোনো বড় ধরনের বিপর্যয়, সঙ্কট বা অস্থিতিশীল অবস্থার মুখোমুখি হয়। এই অবস্থায় সাধারণত সাধারণ আইন-কানুন ও নিয়মকানুন সাময়িকভাবে স্থগিত বা শিথিল করা হয় এবং প্রশাসনকে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করা হয়, যাতে তারা দ্রুত এবং কার্যকরভাবে সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে পারে।

জরুরি অবস্থার বৈশিষ্ট্যঃ

- **অধিকার সীমিতকরণঃ** জরুরি অবস্থার সময়ে নাগরিকদের কিছু মৌলিক অধিকার সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়। যেমন- জনসমাবেশ, বাকস্বাধীনতা বা অবাধ চলাচলের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হতে পারে।
- **বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগঃ** আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রশাসন অতিরিক্ত ক্ষমতা পায়। তারা বিশেষ পরিস্থিতিতে গ্রেপ্তার, অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে, যা সাধারণত স্বাভাবিক আইনের অধীনে অনুমোদিত নয়।
- **সামরিক হস্তক্ষেপঃ** অনেক সময় সামরিক বাহিনীকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কাজে লাগানো হয়।
- **তাৎক্ষণিক পদক্ষেপঃ** সরকার দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য।
- **জরুরি অবস্থার ঘোষণা এবং ফলাফলঃ** জরুরি অবস্থা সাধারণত দেশের সর্বোচ্চ নেতা বা সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়। এটি হতে পারে সংবিধানের অধীনে অথবা বিশেষ আইনের মাধ্যমে। এই ঘোষণা করার মূল উদ্দেশ্য হলো জনগণের জীবন, সম্পদ এবং দেশের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা।

তবে, জরুরি অবস্থার সময় সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনা না করা হলে এটি নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন, প্রশাসনিক অপব্যবহার এবং রাজনৈতিক সংকট তৈরি করতে পারে। তাই এই সময় স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জরুরি অবস্থা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। যেমনঃ

১. প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা

- ভূমিকম্প
- বন্যা
- ঘূর্ণিঝড়
- ভূমিধস
- খরা
- আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি

২. স্বাস্থ্য ও মহামারি সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা

- মহামারি বা সংক্রামক রোগ (যেমন: কোভিড-১৯, ইবোলা);
- খাদ্য সংকট বা পুষ্টিহীনতা;
- পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি।

৩. রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক জরুরি অবস্থা

- অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ;
- সামরিক অভ্যুত্থান;
- যুদ্ধ বা যুদ্ধকালীন অবস্থা;
- সরকার বিরোধী আন্দোলন ও অরাজকতা ইত্যাদি।

৪. অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থা

- মুদ্রাস্ফীতি বা অর্থনৈতিক মন্দা;
- খাদ্য বা জ্বালানির সংকট;
- বেকারত্ব বৃদ্ধি ইত্যাদি।

৫. সামাজিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত জরুরি অবস্থা

- সন্ত্রাসী হামলা;
- অপহরণ বা নিরাপত্তা হুমকি;
- সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি।

৬. প্রযুক্তিগত বা পরিবেশগত জরুরি অবস্থা

- পারমাণবিক বা রাসায়নিক বিপর্যয়;
- শিল্প দুর্ঘটনা;
- পরিবেশ দূষণ (যেমন: তেল ছড়িয়ে পড়া, বায়ু দূষণ, পানি দূষণ ইত্যাদি)।

জরুরি পরিস্থিতিতে করণীয়ঃ

সরকারের দায়িত্বঃ

- জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ পরিচালনা করা;
- তথ্য সরবরাহ করা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

সাধারণ মানুষের দায়িত্বঃ

- নির্দেশনা মেনে চলা;
- আতঙ্কিত না হওয়া এবং সাহায্য প্রদান করা;
- নিজের ও পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

জরুরি অবস্থার সঠিক ব্যবস্থাপনা ও সচেতনতার মাধ্যমে এর প্রভাব কমানো সম্ভব।

অংশ-খ	জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম

জরুরি পরিস্থিতি যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি বা সংঘাতকালীন সময়, শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা একটি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং কাজ। তবে সঠিক পরিকল্পনা, পদ্ধতি এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব। নিচে এই পরিস্থিতিতে কার্যকরী উদ্যোগ, শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং উদাহরণগুলো বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হলো।

জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগঃ-

১. পরিকল্পনা ও জরুরি প্রস্তুতি

(ক) বিকল্প শিক্ষার পদ্ধতিঃ

- **অফলাইন ও অনলাইন সমন্বয়ঃ**

  প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা মহামারীকালীন সময়ে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম এবং ছাপা সামগ্রী দিয়ে শিক্ষার্থীদের শেখার সুযোগ তৈরি করতে হবে;

- **অস্থায়ী শিক্ষাকেন্দ্রঃ** যেখানে বিদ্যালয় কার্যক্রম চালানো সম্ভব নয়, সেখানে কমিউনিটি সেন্টার বা আশ্রয়কেন্দ্রে ক্লাস পরিচালনা করা যেতে পারে।

(খ) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণঃ

- শিক্ষকদের জন্য জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ;
- তারা যাতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে দক্ষ হন এবং মানসিক সহায়তা প্রদান করতে পারেন।

(গ) শিক্ষার্থীদের মানসিক সহায়তা:

- শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ মোকাবিলা করার জন্য কাউন্সেলিং সেবা নিশ্চিত করা;
- শিক্ষকদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা।

(ঘ) নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা:

- বিদ্যালয়ের ভবন নিরাপদ না হলে বিকল্প স্থান বেছে নেওয়া;
- বিদ্যালয় ভবনের অবকাঠামো পুনর্নির্মানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া।

২. শিক্ষা সামগ্রী ও প্রযুক্তির ব্যবহার

(ক) ডিজিটাল শিক্ষা সামগ্রী:

- মোবাইল অ্যাপ, অনলাইন ভিডিও লেকচার, ই-বুক এবং ডিজিটাল পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ দেওয়া;
- উদাহরণ: Google Classroom, Zoom বা WhatsApp -এর মাধ্যমে ক্লাস পরিচালনা।

(খ) ছাপা শিক্ষা সামগ্রী:

- যেখানে ডিজিটাল পদ্ধতি কার্যকর নয়, সেখানে মুদ্রিত লার্নিং প্যাকেট বিতরণ করা;
- বিষয়ভিত্তিক কার্যপত্র তৈরি করে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।

(গ) বেতার ও টেলিভিশন শিক্ষা:

- রেডিও এবং টেলিভিশনে ক্লাস সম্প্রচারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শেখার সুযোগ দেওয়া;
- উদাহরণ: বাংলাদেশে "আমার ঘরে আমার স্কুল" প্রোগ্রাম।

৩. স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার

(ক) স্থানীয় সম্প্রদায়ের ভূমিকা:

- মসজিদ, মন্দির বা কমিউনিটি সেন্টারগুলোকে অস্থায়ী শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার;
- কমিউনিটির স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে শিক্ষাদান কার্যক্রম চালানো।

(খ) উদ্ভাবনী উপকরণের ব্যবহার:

- স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার সামগ্রী তৈরি;
- উদাহরণ: পরিবেশবান্ধব ও পুনর্ব্যবহৃত উপকরণ দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।

অংশ-গ	জরুরি অবস্থাকালীন শিখন-শেখানোর কার্যক্রমে পদ্ধতি ও কৌশল

১. মিশ্র পদ্ধতির ব্যবহার (Blended Learning Approach)

অনলাইন প্ল্যাটফর্ম:

- Google Classroom, Zoom বা WhatsApp -এর মাধ্যমে ক্লাস পরিচালনা;
- অনলাইনে হোমওয়ার্ক এবং অ্যাসাইনমেন্ট গ্রহণ;
- শিক্ষার্থীদের মানসিকভাবে সজাগ রাখতে শিক্ষকদের মাধ্যমে নিয়মিত ফোন/ভিডিও কল।

অফলাইন কার্যক্রম:

- শিক্ষার্থীদের বাড়িতে লার্নিং প্যাকেট বিতরণ;
- শিক্ষার্থীদের বাড়িতে ছোট ছোট দলে পাঠদান;
- মোবাইল লার্নিং বাস চালু করা;
- বিদ্যালয়ের পরিবর্তে কমিউনিটি সেন্টারে ক্লাস পরিচালনা।

২. ফ্লিপড ক্লাসরুম পদ্ধতি

- শিক্ষার্থীদের আগে থেকে বিষয়ভিত্তিক সামগ্রী দিয়ে দেওয়া;
- পরবর্তীতে ছোট দলে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়বস্তু নিয়ে গভীর আলোচনা।

৩. সহজলভ্য উপকরণের ব্যবহার (Low-Cost Teaching Aids)

- স্থানীয়ভাবে তৈরি সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার;
- উদাহরণ: স্থানীয় উদাহরণ দিয়ে বিজ্ঞান বা গণিতের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা।

৪. গেইম-বেজড লার্নিং (Game-Based Learning)

- শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করতে গেম বা কুইজের মাধ্যমে শেখানো;
- শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ কমাতে খেলার মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।

৫. মেন্টরশিপ ও পিয়ার লার্নিং (Mentorship & Peer Learning)

- বড় শিক্ষার্থীদের ছোটদের শেখানোর জন্য দায়িত্ব প্রদান;
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলবদ্ধভাবে শিখতে উৎসাহিত করা।

৬. প্রতিযোগিতা ও প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষা (Project-Based Learning)

- শিক্ষার্থীদের প্রকল্প তৈরির মাধ্যমে শেখার সুযোগ দেওয়া;
- বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধান করতে শেখানো।

জরুরি অবস্থায় শিক্ষা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কিছু তথ্যাবলি

১. জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ অনুযায়ী, বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং জরুরি অবস্থায় শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বেশ কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ বা মহামারির সময় শিক্ষার্থীদের জন্য ধারাবাহিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

২. জাতীয় ডিজিটাল শিক্ষা নীতি (২০১৮)

এটি ডিজিটাল মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর জন্য একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে রয়েছে:

- অনলাইন শিক্ষার সম্প্রসারণ;
- ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহায়তা প্রদান;
- ডিজিটাল কনটেন্টের উন্নয়ন। *সূত্র: বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় (২০১৮)*

৩. কোভিড-১৯ মহামারির জন্য শিক্ষার ডিজিটালায়ন উদ্যোগ

কোভিড-১৯ মহামারির সময়ে স্কুল বন্ধ থাকার কারণে সরকার ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে:-

- মুক্তপাঠ এবং কিশোর বাতায়ন প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম চালু;
- এসএমএস, রেডিও, টিভি এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠদান কার্যক্রম;
- শিক্ষক বাতায়ন এর মাধ্যমে শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা প্রদান;
- Google Classroom, Zoom বা WhatsApp -এর মাধ্যমে ক্লাস পরিচালনা।

সূত্র: শিক্ষা মন্ত্রণালয় (২০২০)

৪. ব্লেন্ডেড শিক্ষার মহাপরিকল্পনা (২০২২-২০৪১)

বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালে ব্লেন্ডেড শিক্ষার জাতীয় মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে, যা ২০৪১ সালের মধ্যে জরুরি অবস্থায় শিক্ষার্থীদের জন্য অবিচ্ছিন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করবে। এর আয়তায় ২০২৫ সালের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা ও ২০৪১ সালের মধ্যে দেশব্যাপী বাস্তবায়ন করা হবে।এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সরকারের লক্ষ্য হল:

- অনলাইন এবং অফলাইন শিক্ষার মিশ্রণ।
- শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় ডিজিটাল ডিভাইস ও সংযোগের ব্যবস্থা।

এছাড়াও ব্লেন্ডেড এডুকেশনের ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত বিবিধ উদ্যোগ হল:-

শিক্ষক যোগ্যতা: প্রাক-প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষক যোগ্যতা বাধ্যতামূলক, উচ্চ শিক্ষায় এক বছরের পোস্টগ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা এবং পেশাগত বিকাশ প্রয়োজন।

- **ব্লেন্ডেড শিক্ষা মডেল:** অনলাইন এবং মুখোমুখি শিক্ষার মিশ্রণ, যেখানে বেশিরভাগ কোর্স অনলাইনে হয়, কিন্তু কিছু পরীক্ষায় সামনাসামনি অংশগ্রহণ করতে হয়। এই মডেল শিক্ষার্থীদের ফলাফল উন্নত করে;
- **ডিজিটাল অবকাঠামো:** 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন সেক্টরে আইসিটি অবকাঠামো তৈরি হয়েছে, যার ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ডিজিটাল সংযোগ বৃদ্ধি পাবে;

- **অনলাইন শিক্ষা প্লাটফর্ম:** মুক্তপাঠ, কিশোর বাতায়ন, ১০ মিনিট স্কুলসহ নানা প্লাটফর্ম ব্লেন্ডেড শিক্ষায় অবদান রাখছে;
- **কোভিড-১৯ এর প্রভাব:** মহামারির কারণে দ্রুত ব্লেন্ডেড শিক্ষার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- **দক্ষ জনশক্তি গঠন:** ব্লেন্ডেড শিক্ষার মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হবে, যা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক হবে।

সূত্র: শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও জাতীয় টাস্কফোর্স রিপোর্ট (২০২১)

৫. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি (২০১০)

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি, যা মহামারী বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর জন্য একটি বিশেষ নির্দেশিকা প্রদান করে। এই নীতির আওতায়:

- দুর্যোগকালীন সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের জন্য তাৎক্ষণিক শিক্ষা কার্যক্রম নিশ্চিত করা।

সূত্র: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (২০১০)

৬. মহামারির পর শিক্ষায় পুনর্নির্মাণ উদ্যোগ

সরকার মহামারির পর শিক্ষার পুনর্গঠন এবং ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে আরও মনোযোগ দিয়েছে। লক্ষ্য হচ্ছে:

- স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম দ্রুত পুনরায় চালু করা;
- শিক্ষার্থীদের মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান নিশ্চিত করা।

এই উদ্যোগগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার শিক্ষার ধারাবাহিকতা এবং অগত্যা জরুরি অবস্থায় শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে কাজ করছে, যা দেশটির সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে।

উপসংহার

জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সঠিক পরিকল্পনা, স্থানীয় সম্পদের কার্যকর ব্যবহার, প্রযুক্তির সুষম প্রয়োগ এবং সকল সম্প্রদায়ের সক্রিয় ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদ্ভাবনী পদ্ধতি ও কৌশলগুলো শিক্ষার্থীদের শেখার অভ্যাস বজায় রাখতে এবং মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে সাহায্য করবে। এই উদ্যোগগুলো শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

তথ্যসূত্র

১. UNICEF (2023), Learning from the education sector's COVID-19 response to prepare for future emergencies (Bangladesh), https://www.unicef.org

২. ইউনেস্কো (২০২৩), গ্লোবাল এডুকেশন মনিটরিং রিপোর্ট: জরুরি অবস্থায় শিক্ষা, *https://www.unesco.org/en*

৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (২০২৪), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নীতি ও কার্যক্রম, *https://modmr.gov.bd/*

৪. আইএফআরসি, (২০২০), দুর্যোগ ও জরুরি অবস্থায় শিক্ষা: কর্মপরিকল্পনার নির্দেশিকা

৫. বিশ্ব ব্যাংক (২০২১), সংকটকালীন শিক্ষা ধারাবাহিকতা: বৈশ্বিক অভিজ্ঞতার শিক্ষা

৬. জাতীয় দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫), দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়, https://modmr.gov.bd/

৭. Ministry of Education, Government of Bangladesh. (2018). *National Digital Education Policy*. Ministry of Education, Bangladesh.

৮. Ministry of Education, Government of Bangladesh. (2020). *Digital education initiatives during the COVID-19 pandemic*. Government of Bangladesh.

৯. National Taskforce Report. (2021). *National blended education master plan 2022-2041*. Ministry of Education, Bangladesh.

১০. UNICEF, Government of Bangladesh. (2021). *Education for All (EFA) program*. Government of Bangladesh.

১১. Ministry of Disaster Management and Relief, Government of Bangladesh. (2010). *National Disaster Management Policy*. Government of Bangladesh.

১২. Ministry of Education, Government of Bangladesh. (2021). *Distribution of digital devices and coordination in education*. Government of Bangladesh.

১৩. Ministry of Telecommunications and Information Technology, Government of Bangladesh. (2021). *Digital education system transformation*. Government of Bangladesh.

১৪. Ministry of Education, Government of Bangladesh. (2021). *Post-pandemic education reconstruction initiatives*. Government of Bangladesh.

১৫. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, (প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা, ডিপিএড, পেশাগত শিক্ষা), ২০১৯

১৬. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, (প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা, ডিপিএড, ডিপিএড মূল্যায়ন নির্দেশিকা),২০১৫

১৭. জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি, (ডিপিএড, পেশাগতশিক্ষা, তৃতীয় খন্ড), ২০১৫

১৮. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, একাডেমিক তত্ত্বধান প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, ২০১৯

১৯. প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, লিডারশীপ প্রশিক্ষণ মডিউল, ২০২৩

২০. https://at-tahreek.com/article_details/4817 retrived on 24 May 2023

২১. https://educationaltechnology.net/technological-pedagogical-content-knowlege-tpack-frame...

২২. https://www.youtube.com/watch?v=l34A_1jfZ94

২৩. https://www.youtube.com/watch?v=FagVSQlZELY

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ